CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-302 ■ 1 August, 2026 ■ আগরতলা ১ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কমনওয়েলথে দাপট ত্রিপুরার কন্যার

স্বর্ণজয়ী অস্মিতা

শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর

গ্লাসগো, ৩১ জুলাই (আইএএনএস)।। কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতের পদক জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে জুডোয় মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে সোনার পদক জিতলেন অস্মিতা দে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে তিনি কানাডার হেইডি কোয়াচকে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করে দেশের ঝুলিতে আরও একটি স্বর্ণপদক যোগ করেন।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ভরা ফাইনালে অস্মিতা শুরু থেকেই অসাধারণ ধৈর্য, কৌশলগত দক্ষতা এবং রক্ষণাত্মক নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। নির্ণায়ক মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ সামলে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আদায় করে তিনি জয়ের মুকুট নিজের করে নেন। গ্লাসগোতে ভারতের ক্রমবর্ধমান পদকসংখ্যায় এই স্বর্ণপদক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় জুডোর ধারাবাহিক অগ্রগতিরও প্রমাণ দিলেন অস্মিতা।

প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন ভারতীয় এই জুডোকা। একের পর এক রাউন্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পেরিয়ে তিনি ফাইনালে নিজের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দেন। অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ হেইডি কোয়াচের বিরুদ্ধে চাপের মুহূর্তেও শান্ত থেকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন তিনি। এই জয়ের মাধ্যমে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের স্বর্ণজয়ীদের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে নিলেন অস্মিতা দে। তাঁর এই সাফল্য গ্লাসগোয় ভারতীয় দলের জন্য আরও একটি গৌরবময় মুহূর্ত এনে দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অস্মিতা দে-র এই ঐতিহাসিক সাফল্য দেশে জুডো খেলার প্রসারে নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আরও বড় সাফল্যের পথে ভারতীয় জুডোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এদিকে, ত্রিপুরার কন্যার দেশের জন্য পদক জয়ে রাজ্যবাসী গর্বিত।

অস্মিতার এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গোটা রাজ্য জুড়ে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা সামাজিক মাধ্যমে এক শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, 'ত্রিপুরার কন্যা অস্মিতা দে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আবারও রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কমনওয়েলথ গেমসে ৪৮ কেজি জুডো বিভাগে স্বর্ণপদক জয় তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন। তাঁর এই সাফল্য দেশের তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরার মাটিতে জন্ম নেওয়া এই প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর এই অর্জন শুধু ত্রিপুরার নয়, সমগ্র দেশের জন্যই গর্বের বিষয়।

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, তিনি বলেন, বিদেশের মাটিতে ত্রিপুরার গৌরব আরও একবার উজ্জ্বল করল অস্মিতা দে। বিলোনিয়ার এই কন্যা কমনওয়েলথ গেমসে জুডোর ৪৮ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক অর্জন করে এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। অস্মিতার এই অসাধারণ সাফল্যে সমগ্র ত্রিপুরাবাসী আজ গর্বিত। তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। ত্রিপুরার মাটিতে জন্ম নেওয়া এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

এদিকে, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কমনওয়েলথ গেমসের স্বর্ণপদক জয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ত্রিপুরার কন্যাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এই সোনা যোগীজির জন্য অস্মিতা

গ্লাসগো, ৩১ জুলাই (আইএএনএস)।। কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জনের পর ভারতের জুডোকা অস্মিতা দে তাঁর ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক উৎসর্গ করলেন সেই সব মানুষকে, যাঁরা তাঁর সংগ্রামের পথে পাশে ছিলেন। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের চাকরি পাওয়ায় তাঁর পরিবারের আর্থিক স্থিতি মজবুত হয়েছে এবং সেই সমর্থনই তাঁকে এই সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

স্বর্ণপদক জয়ের পর আইএএনএস-কে অস্মিতা বলেন, সোনা জিতে আমি ভীষণ খুশি। এই পদক তাঁদের সকলের জন্য, যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন। এছাড়াও আমি যোগীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তিনি আমাকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের চাকরি দিয়েছেন।

ত্রিপুরার মেয়ে হলেও বর্তমানে বারাণসীতে বসবাসকারী অস্মিতা বৃহস্পতিবার কমনওয়েলথ গেমসের মহিলাদের ৪৮ কেজি জুডো বিভাগের ফাইনালে কানাডার হেইডি কোয়াচকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে সোনার পদক জয় করেন।

তিনি বলেন, আজ আমার মনে একটাই বিশ্বাস ছিলআজ ৪৮ কেজিবিভাগে আমিই সেরা এবং দেশের জন্য, নিজের জন্য, কোচ, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য আমাকে সোনা জিততেই হবে। আমি উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কর্মী। যোগী আদিত্যনাথ আমাকে চাকরি দিয়েছেন, যার ফলে আমার পরিবার আর্থিকভাবে সমর্থন পেয়েছে। সেই সমর্থনই আমাকে এখানে এসে দেশের জন্য সোনা জিততে সাহায্য করেছে।

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে অস্মিতা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অসাধারণ ধৈর্য ও কৌশলের পরিচয় দেন। শক্তিশালী রক্ষণ এবং পরিকল্পিত আক্রমণের মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞ কানাডিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে নিজের সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করেন।

ফাইনালের আগে ওজন নিয়ন্ত্রণের কঠিন অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন ভারতীয় জুডোকা। তিনি জানান, র‍্যাঙ্কিম ওয়েট-ইনের কারণে তাঁকে সকালে প্রায় না খেয়েই থাকতে হয়েছিল।

অস্মিতার কথায়, র‍্যাঙ্কিম ওয়েট-ইনে ৫০ কেজির নিচে থাকতে হতো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ওজন ছিল ৫০ কেজি ৩০০ গ্রাম। তাই খুব বেশি কিছু খেতে পারিনি। আমার নাম র‍্যাঙ্কিম ওয়েট-ইনের জন্য ডাকবে বলে আগেই ধারণা ছিল। ওজন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া করি এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ষষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন তুলে দিলেন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। প্রায় ১৮ মাসের দীর্ঘ পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে পরামর্শের পর ত্রিপুরার ষষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশন (স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন) শুক্রবার তাদের বহুল প্রতীক্ষিত প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার হাতে তুলে দিয়েছে। এই প্রতিবেদন রাজ্যে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার কমিশনের চেয়ারম্যান আইএএস অফিসার অভিষেক সিং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য-সচিব তথা অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ড. অকিঞ্চন সরকার।

সূত্রের খবর, ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান (পিআরআই), নগর স্থানীয় সংস্থা (ইউএলবি) এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর মধ্যে বণ্টনের একটি নতুন সূত্র সুপারিশ করেছে কমিশন। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জেলা ও মহকুমা, যেখানে গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্রের সংখ্যা বেশি, সেখানে উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধানের ২৪৩(আই) ও ২৪৩(ওয়াই) অনুচ্ছেদের অধীনে ২০২৫ সালের ৭ জানুয়ারি ত্রিপুরা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ প্রশাসনের নিরপক্ষেতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। দলের সভাপতি প্রবীর চক্রবর্তী স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, রাজ্যের একাংশ পুলিশ আধিকারিকের রাজনৈতিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থা কমছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অতীতে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী নিরপেক্ষতা, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রশংসিত ছিল। দায়িত্ব পালনে বহু পুলিশ আধিকারিক ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করেছেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, পুলিশের একাংশের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করার সক্ষমতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি হয়েছে। সংবিধান রক্ষা এবং নাগরিকদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশকে আরও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রেস বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গত সাড়ে আট বছরে রাজ্যে একাধিক ঘটনায় পুলিশ কর্মীরা আক্রান্ত হলেও অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি, শাসকদলের স্বার্থ রক্ষা না করলে কিছু পুলিশ কর্মী প্রশাসনিক চাপ বা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

এছাড়া বেআইনি বাণিজ্য, মাদক পাচার, বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চালু এম-স্টার স্মার্ট ওপিডি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, সহজলভ্য ও কার্যকর করে তুলতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরায় "এম-স্টার স্মার্ট ওপিডি" পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এর সূচনা হয়েছে খোয়াই জেলা থেকে।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ এইচএলএল লাইফকেয়ার লিমিটেড এবং হিটাচি এমজিআরএম নেট-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় খোয়াই জেলা প্রশাসন জেলার নির্বাচিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য ৮টি স্মার্ট ওপিডি কিট সংগ্রহ করেছে।

গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা। তিনি হেমন্ত দেববর্মা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বেহালাবাড়ি), চম্পাহাওর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বৈজলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাতে স্মার্ট ওপিডি কিট তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এই পরিষেবার মাধ্যমে রোগীরা তাঁদের নিকটবর্তী আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেই জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে রিয়েল-টাইম টেলি-পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ, পরীক্ষার ক্যামেরা এবং অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দূর থেকেই রোগীর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ দিতে পারবেন। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে না।

এই প্ল্যাটফর্মটি আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন-এর সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে রোগীর ডিজিটাল স্বাস্থ্য নথি, প্রেসক্রিপশন, পরীক্ষার রিপোর্ট এবং চিকিৎসার ইতিহাস নিরাপদভাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে। সরকারের মতে, এই উদ্যোগের ফলে জেলা হাসপাতালগুলির বহির্বিভাগের ওপর চাপ কমবে, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের কাছে দ্রুত, সাশ্রয়ী ও উন্নতমানের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে রাজ্য শুরু হচ্ছে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। আগামী কাল থেকে ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনা এর প্রথম পর্যায়। এবারই প্রথম জনগণনার সমস্ত তথ্য কাগজের ফর্ম ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। "নির্ভুল তথ্য, সঠিক উন্নয়ন-সমৃদ্ধ ভারতের ভিত্তি" এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে এই জনগণনা অভিযান পরিচালিত হবে। শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনগণনা কার্যক্রমের পরিচালক রতন বিশ্বাস জানান, রাজ্যের আটটি জেলায় জনগণনার কাজ পরিচালনার জন্য প্রায় ৮,০০০ জন জনগণনা কর্মী ও গণনাকারীকে প্রশিক্ষণ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গ্রামের উন্নয়নেই আত্মনির্ভর ভারতের ভিত্তি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। গ্রামকে শক্তিশালী করাই একটি শক্তিশালী রাজ্য ও দেশের ভিত্তি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের গ্রামগুলিকে আর্থিক, সামাজিক এবং পরিকাঠামোগতভাবে উন্নত করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। শুক্রবার মোহনপুরের বিজয়নগর স্মার্ট ও বুটিক গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই গ্রামকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত।

মন্ত্রী বলেন আজ গ্রাম শক্তিশালী হয়েছে কি না, তা মানুষই ভালোভাবে জানেন। গ্রাম শক্তিশালী হলে রাজ্য শক্তিশালী হবে, আর রাজ্য শক্তিশালী হলে দেশও আরও শক্তিশালী হবে। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্রামের আর্থিক, সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করছেন। বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।' তিনি আরও বলেন, পূর্ববর্তী সময়ে সরকারি প্রকল্পের আওতায় এই এলাকায় মাত্র ৩৪টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতিমধ্যে ৫৪৩টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও ৮৯টি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রতন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1

01-08-2026, 01:12

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১ আগস্ট ২০২৬ ইং
১৫ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আঁধার ডাকিয়া আনিতে পারে এআই!

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না করা হইলে অর্থনীতিতে বড় ধরণের বিপর্যয় বা 'আঁধার' ডাকিয়া আনিতে পারে। এআই যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিশাল সুযোগ তৈরি করিতেছে, তেমনি এর দ্রুত বিস্তার বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশ কিছু বড় ঝুঁকি তৈরি করিয়াছে। এআই কেবল কায়িক শ্রমের কাজ নয়, বরং আইটি, ডেটা এন্ট্রি, গ্রাহক সেবা, আর্থিক বিশ্লেষণ এবং জুনিয়র লেভেলের হোয়াইট-কলার কাজগুলো দ্রুত স্বয়ংক্রিয় করিয়া ফেলিতেছে। এতে করিয়া দ্রুত নতুন কর্মসংস্থান তৈরি না হইলে তরুণ ও মাঝারি দক্ষতার কর্মী বাহিনী ব্যাপক বেকারত্বের মুখে পড়িতে পারে।এআই প্রযুক্তির মূল সুবিধা ও মুনাফায় ভাগ বসাইতেছে হাতেগোনা কয়েকটি প্রযুক্তি জায়ান্ট এবং পুঁজির মালিকেরা। এর ফলে শ্রমিকের আয় কমিয়া যাওয়া এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী ব্যবধান অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হইতেছে।বিশ্ব জুড়িয়া এআই অবকাঠামোর পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হইতেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং ব্যাংকিং সংস্থার সতর্কবার্তা অনুযায়ীযদি এআই থেকে প্রত্যাশিত রাজস্ব না আসে, তবে এআই স্টক এবং অবকাঠামোগত বাজারে ধস নামিয়া ২০০৮ সালের মতো বড় ধরনের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট তৈরি হইতে পারে। এআই ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত নিখুঁত আর্থিক জালিয়াতি, ভুয়া তথ্য ছড়াইয়া বাজারে অস্থিরতা তৈরি এবং ব্যাংকিং ও গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়িয়া গেছে।এআই কোনো সুনির্দিষ্ট হুমকি নয়, এটি একটি দ্বিমুখী তলোয়ার। উপযুক্ত নীতিমালা, কর্মীদের নতুন দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সঠিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনিতে পারে; অন্যথায় অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অর্থনীতিকে গভীর মন্দায় ঠেলিয়া দিতে পারে।

কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বারবার দাবি করিয়াছে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সব ধরনের কাজের ব্যাপারেই অপরিহার্য হইয়া উঠিবে কয়েক বছরের মধ্যেই। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে যে ধরনের কাজ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে বলিয়া সাধারণ ভাবে মনে হয়, সেগুলো সবই নিম্ন দক্ষতার কাজ, যেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের বিকল্প উপাদানের ব্যবস্থা করা তেমন কঠিন কিছু নয়। এর মধ্যে যে ক্ষেত্রটি স্বাভাবিক কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বড় শিকার, হইলো কম্পিউটার সফটওয়্যার সৃষ্টিতে যে মানব সম্পদ লাগে সেটি, এবং তাহার সাহায্যে যত ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয় সেই কাজগুলো। এর বাইরেও অবশ্য আশঙ্কার জায়গা অনেক। কী কারণে যে কোনও কাজেই কৃত্রিম বুদ্ধি তাহার দখলদারি তৈরি করিতে পারে তাহার কয়েকটি কারণ যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনই এটিও অনুভব করা প্রয়োজন যে মানুষ নিজেই যদি জোর করিয়া এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক জগতে অন্ধকার নামিয়া আসিতে পারে। সে ভয়টি আদৌ অমূলক নয়।প্রথমত, যে পাঁচটি ক্ষেত্র কৃত্রিম বুদ্ধির কাছে পর্যদুস্ত হইতে পারে বলিয়া অনুমান, এবং যার কিছু কিছু এখনই দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে আছে ব্যবসায়িক পরিষেবা, প্রশাসনিক ক্ষেত্র, আর্থিক পরিষেবা, বিপণনের কাজ, আর তথ্য এবং প্রযুক্তি বিভাগ। এদের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ভাবেই কম্পিউটার নির্ভর। যেগুলো রুটিনমাফিক কায়িক পরিশ্রমের কাজ, অথবা রুটিন নয় কিন্তু কায়িক পরিশ্রম লাগে, সে রকম কাজ শুধুমাত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে উদ্ধার করা যায় না। অন্য দিকে, বুদ্ধি এবং মেধা ব্যবহার করিয়া যে কাজগুলো করা যায় কিন্তু যাতে তেমন নতুনত্ব নাই সেই ধরনের কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সামনে বিপদে পড়িতে পারে। তবে নিয়মমাফিক নয় এবং বিশ্লেষণী দক্ষতা লাগে এমন কাজ সচরাচর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এখনও সম্পূর্ণ করা যায় না, অন্তত, ভারতে যেগুলোর ব্যবহার প্রসার লাভ করিতেছে অর্থাৎ, জেমিনি, চ্যাটজিপিটি, ক্লদ, সেগুলির মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভাবে পাওয়া শক্ত। তবে সেগুলো যে একেবারে সৃষ্টি হয়নি এমনও নয়। পারপ্লেক্সিটি, নোটবুক এল এম, ইলেভেন ল্যাবস ইত্যাদি অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম গবেষণা থেকে শুরু করিয়া নানা ধরনের কনটেন্ট তৈরির কাজে প্রযুক্ত হইতেছে ক্রমাগত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যে এত জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে মানুষের মধ্যে, তাহার কারণ অনেক। তার মধ্যে মুখ্য হইলো সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে যে ধরনের তথ্য, যে ধরনের বিশ্লেষণ, বা যে ধরনের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কোনও ভাবেই থাকিবার কথা নয়, তাহা এক লহমায় হাজির করিয়া দিতেছে এআই।

মনে করুন প্রায় হারিয়ে যাওয়া কোনও বই হয়তো গ্রন্থাগারের অন্ধকার কোনায় পড়িয়া আছে। সেই গ্রন্থাগার ইন্টারনেটে যুক্ত হইয়া পর পর তথ্য জোগান দিয়া চলিতেছে। গ্রন্থাগারের তথ্যভাণ্ডার খুঁজিলে এ বার যাহা দরকার তাহা পাওয়া যাইবে, কিন্তু আপনি জানেন না কোন গ্রন্থাগারে আছে, আর গুগল বা অন্য কোনও সার্চ ইঞ্জিন মারফত জানিলেও, হয়তো আপনার তাহাতে ঢুকিয়া পড়ার অধিকার নাই। এআই-কে বলে দেখুন। নিমেষে পৃথিবীর যত গ্রন্থাগার সব খুঁজিয়া আপনাকে জানাইয়ায়ে দিবে তাহার বিষয়ে। তথ্যের উপর এই অধিকার আগে কতিপয় মানুষের ছিল, আজ অনেক মানুষের তাহাতে সমান অধিকার। তথ্য জানিলে এবং ব্যবহার করিলে যদি মানুষের ক্ষমতায়ন হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এআই তথ্যের ক্ষেত্রে অসাম্য কমাইতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি তাহা শুধুই ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সামাজিক অসাম্যের উপর বেশি প্রভাব পড়ে না।ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে আরও অনেক ধরনের মানুষও। এক দিকে যেমন মানুষের কাজ এআই-কে দিয়া করাইলে মানুষের প্রয়োজন সংস্থার কাছে ফুরাইয়া যায় এবং মানুষ সরাসরি কর্মহীন হইয়া পড়ে, তেমনই এআই-এর নির্বিচার তথ্য সংগ্রহের কারণে গ্রন্থস্বত্ব থেকে শুরু করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এ সব কিছুই বিপদের মুখে। যে তথ্য হয়তো ইন্টারনেট থেকে দাম দিয়া কিনিতে হয়, এআই তার সারমর্ম আপনাকে বলিয়া দিতে পারে।

সোনামুড়ার অপহরণ মামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার, ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ

আগরতলা, ৩১ জুলাই: প্রায় দেড় বছর ধরে পলাতক থাকার পর সোনামুড়া থানায় দায়ের হওয়া এক অপহরণ মামলার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আদালতে তোলা হলে আদালত অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোনামুড়া থানায় একটি অপহরণের মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ ছিল, মূল অভিযুক্ত তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের সহায়তায় সোনামুড়া মহকুমা থেকে এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে উদয়পুর মহকুমায় নিয়ে যান। মামলার তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্তের কয়েকজন আত্মীয়কে গ্রেফতার করা হলেও মূল অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। অবশেষে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আদালতে পেশ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, মামলায় নাবালিকার অপহরণের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন এবং পকসো আইন-এর প্রাসঙ্গিক ধারাও যুক্ত করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অপহরণ, বাল্যবিবাহ কিংবা এ ধরনের অপরাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তি এবং যারা বাল্যবিবাহকে প্রশ্রয় দেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭৪ বছর পর খোঁজ মিলল বিধ্বস্ত প্যান অ্যাম বিমানের ধ্বংসাবশেষ

আসহাবিল ইয়ামিন

পুয়ের্তো রিকোর কাছে সমুদ্রের তলদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে ৭৪ বছর আগে ডুবে যাওয়া প্যান অ্যাম বিমানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৫২ সালের এ দুর্ঘটনায় ৫২ জন যাত্রী মারা যান। আর এই মর্মান্তিক ঘটনার পরেই বিমানে ওঠার পর যাত্রীদের নিরাপত্তার নিয়মকানুন বা সেফটি ব্রিফিং শোনানো বাধ্যতামূলক করা হয়।

ডিসকভারি চ্যানেলের এয়ার/সি হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ও এক্সপেডিশন আননোন দলের গবেষকেরা আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে এই বিমানের খোঁজ পান। রোবট ড্রোন দিয়ে পানির নিচে তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাঁরা এত বছর পর এই রহস্যের সমাধান করলেন।

১৯৫২ সালের ১১ এপ্রিল ৬৯ জন যাত্রী ও ক্রু নিয়ে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই ডগলাস ডিসি-৪ মডেলের বিমানটি সমুদ্রে ভেঙে পড়ে। প্রথম ধাক্কায় সবাই বেঁচে গেলেও সমুদ্রের পানি থেকে মাত্র ১৭ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। বিপদের সময় কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, যাত্রীরা তা জানতেন না বলেই বাকিদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যর্থ হন উদ্ধারকারীরা। এরপরই বিমান চলাচলের নিরাপত্তাসংক্রান্ত নিয়মে বড় বদল আনা হয়।

গবেষক দলের প্রধান রাস ম্যাথিউস। তিনি জানান, দীর্ঘদিনের নিখোঁজ বিমানটি খুঁজে পেয়ে তারা যেমন আনন্দিত, তেমনই এত মানুষের করুণ মৃত্যুর কথা ভেবে তাদের মনও খারাপ লাগছে। এনবিসি সকালে তাদের 'টুডে' শোতে প্রথম এই আবিষ্কারের খবর প্রকাশ করে।

গবেষক দলটি ডিপ সি ভিশন কোম্পানির সহায়তা নিয়েছিল। তারা ২ জুন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ফুট গভীরে হাই-রেজোল্যুশন সোনার প্রযুক্তির সাহায্যে ধ্বংসাবশেষটির অবস্থান শনাক্ত করেন।

ঘটনাক্রমে বিশ্বমানের এই প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি গবেষণা জাহাজ ঠিক ওই সময়েই তাদের নির্ধারিত এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। অনুরোধ করার পর তারা অনুসন্ধানকাজে সাহায্যের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় দেয়। 'এক্সপেডিশন আননোন' অনুষ্ঠানের উপস্থাপক জশ গেটস জানান, ড্রোনটি সমুদ্রের তলদেশ স্ক্যান করে ৩০ ঘণ্টা পর ওপরে ফিরে আসে এবং ঠিক নির্ধারিত জায়গাতেই বিমানের সন্ধান পায়।

সমুদ্রের নিচে বিমানটি দুই খণ্ডে বিভক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে জলের নিচের ছবি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় এটিই সেই প্যান অ্যাম বিমান। ছবিতে প্যান আমেরিকান এয়ারলাইনসের লোগো ও বিমানের নামটি তখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

ডিসকভারি চ্যানেল এই বছরের শেষের দিকে তাদের 'এক্সপেডিশন আননোন' অনুষ্ঠানে এ অভিযানের পুরো ঘটনা তুলে ধরবে। অনুষ্ঠানের একজন মুখপাত্র জানান, সমুদ্রের তলদেশ থেকে বিমানের ধ্বংসাবশেষ তোলার কোনো পরিকল্পনা নেই। কারণ, এটি দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের সমাধিস্থল।

এয়ার/সি হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এখন পুয়ের্তো রিকো সরকারের সঙ্গে স্থানটির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কাজ করছে। তারা নিহত যাত্রীদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির উদ্যোগও নিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় বেঁচে থাকা দু'জন ব্যক্তি ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

প্যান অ্যাম হিস্টরিক্যাল ফাউন্ডেশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্কগামী বিমানটি ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই ডান পাশের দুটি ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে পাইলট কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমানটিকে সমুদ্রে নামাতে বাধ্য হন।

বিমানে সবার জন্যই লাইফ জ্যাকেট ছিল। কিন্তু উড্ডয়নের আগে কোনো নিয়মকানুন বা সেফটি ব্রিফিং দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া ভাষার সমস্যা আর কী করতে হবে, তা জানা না থাকায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মাত্র তিন মিনিটেরও কম সময়ে বিমানটি পানিতে তলিয়ে যায়।

মার্কিন কোস্টগার্ড ও বিমানবাহিনী দ্রুত এসে ১২ জন যাত্রী ও ৫ জন ক্রুকে বাঁচাতে পারলেও বাকি ৫২ জন মারা যান।

সেই দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া দুজন মানুষ এখনো বেঁচে আছেন। একজন ১০২ বছরের এক বৃদ্ধা, যিনি তখন তরুণী নার্স ছিলেন। তিনি বিমান থেকে যাত্রীদের বের হতে সাহায্য করেছিলেন। অন্যজন ছিলেন ছোট্ট এক শিশু, যাকে পানিতে ভাসতে দেখে উদ্ধার করা হয়। এত দিন পর বিমানের খোঁজ পেয়ে তাঁরা দুজনই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

১৯৫২ সালের এ দুর্ঘটনার পর বিমানে নিরাপত্তার নিয়মে বড় বদল আনা হয়। এরপর থেকে বিমানে ওড়ার আগেই লাইফ জ্যাকেট ও জরুরি দরজার ব্যবহার যাত্রীদের বুঝিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

প্যান অ্যাম ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ডগ মিলার জানান, ওড়ার আগেই ক্রুরা যদি নিয়মগুলো বুঝিয়ে দিতেন, তবে বিপদের সময় যাত্রীরা পরিস্থিতি সহজেই বুঝতে পারতেন। গবেষক জশ গেটস বলেন, 'আজকে আমরা বিমানে উঠে যে নিরাপদ অনুভব করি, তার পেছনে ৭৫ বছর আগের ক্লিপার এন্ডেভার বিমানের সেই দুর্ঘটনার বড় ভূমিকা রয়েছে।'

সূত্র: সিএনএন

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মাইন আতঙ্কের শেষ কোথায়?

সজল দাস

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় মাইন বিস্ফোরণে একের পর এক হতাহতের ঘটনা, সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাইন বিস্ফোরণে হতাহতের এসব ঘটনায় সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে চলমান অস্থিরতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশেও। নিজ ভূখণ্ডে থেকেও অন্য দেশে চলা যুদ্ধে হতাহত হচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক নাগরিক। মিয়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা বাংলাদেশের নাইক্ষ্যংছড়ি ও উখিয়া এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই তাদের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে।

বুধবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত এলাকায় স্থলমাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন এক বাংলাদেশি যুবক। এর কদিন আগেই একই সীমান্তে মৃত্যু হয় আরেকজনের।

গত ২৪শে মে নাইক্ষ্যংছড়ির ভালুকিয়া এলাকায় মাইন বিস্ফোরণে একজন রোহিঙ্গা নাগরিকসহ চারজন নিহত হন। এছাড়া টেকনাফের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে জেলেদেরকে অপহরণের মতো ঘটনাও ঘটছে।

এমন পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা নজরদারি এড়িয়ে এত মাইন আসলো কীভাবে? এই প্রশ্নও সামনে আসছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা সমীকরণ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে বেশ জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলেই মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অনেকে। তারা বলছেন, সীমান্ত এলাকায় মাইন বা বিস্ফোরক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশনে থাকা আন্তর্জাতিক নিয়মনীতিও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মানা হচ্ছে না। সীমান্ত এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবি। আর কদিন আগেই মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সীমান্ত হত্যা, অনুপ্রবেশ, মাদক, অস্ত্র, গোলাবারুদ, আন্তঃসীমান্ত বিভিন্ন অপরাধ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে বিজিবি। এদিকে, সীমান্ত পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তিন ধাপে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ঝুঁকি বাড়ছে অরক্ষিত সীমান্তে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর সঙ্গে বিরোধীদের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মাইন বিস্ফোরণ কিংবা ওপার থেকে ছোড়া গোলার আঘাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের হতাহতের ঘটনা ঘটছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের অনেকেই বলছেন, চোরাচালান কিংবা মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও সম্প্রতি মাইন বিস্ফোরণের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার অধিকাংশই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভেতরে। অর্থাৎ নিজ দেশের ভূখণ্ডে থেকেও হতাহতের শিকার হচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি নাগরিক। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে বুধবার মাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহন হন বাংলাদেশি যুবক মোহাম্মদ শফি। পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার।

নিহতের পরিবারের দাবি, বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে ঘুমধুমের একটি পাহাড়ি এলাকায় কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হয় সে। নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত এলাকার ৪১ নম্বর সীমান্ত পিলার এলাকায় কাজ করতে গিয়ে ওই ব্যক্তি আহত হন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, বিজিবি ৩৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম। তবে ঘটনাটি বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে, নাকি শূন্য রেখায় ঘটেছে- এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেননি তিনি। 'স্থানীয়রা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তি আমাদের সীমান্তের ভেতরেই আহত হয়েছেন, কিন্তু আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি, দুর্গম পাহাড়ি ওই এলাকায় আমাদের টিম কাজ করছে,' বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আলম।

বিজিবির এই কর্মকর্তা বলছেন, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের পাহাড়ঘেরা ওই অংশে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় সাধারণভাবে সীমান্তরেখা বোঝা কঠিন। এর ফলে ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে অনেক গোষ্ঠী। এমনকি যখন থেকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত শুরু হয়েছে, তখন থেকেই ঘুমধুমসহ দুর্গম সীমান্ত এলাকাগুলোতে বিভিন্ন গোষ্ঠী তৎপরতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। 'ওই সময় তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র কিংবা বিস্ফোরক ওইসব এলাকায় থাকতে পারে। সীমান্তের অরক্ষিত অংশে সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ করতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাচ্ছি আমরা,' বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আলম।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষিত করার কথা বলছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ড. নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ। তিনি বলছেন, মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকায় পাহাড় এবং জঙ্গল ঘেরা হওয়ায় এসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। ফলে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ওই এলাকাগুলোকে তাদের যাতায়াতের রুট হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করে। 'বিজিবির সক্ষমতা আগের থেকে অনেক বাড়ানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকায় নজরদারিও জোরদার করেছে বিজিবি, কিন্তু পাহাড় ঘেরা দুর্গম ওইসব এলাকায় দিনরাত সবসময় নজরে রাখা কঠিন কাজ,' বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আহাম্মেদ।

ঝুঁকি জেনেও সীমান্তে কেন? মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকট শুরুর পর থেকেই দেশটির সাথে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হতাহতের ঘটনা থামানো যাচ্ছেনা কেন? এক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকায় মাদক চোরাচালানসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি সীমান্তে কাজ করতে গিয়ে অনেক সাধারণ মানুষের হতাহতের ঘটনাও সামনে আসছে। মিয়ানমারে অস্থিরতার সুযোগে সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক চোরাচালান বেড়েছে বলেও জানান বান্দরবানের স্থানীয় সংবাদকর্মী রতন কুমার দে।

তিনি বলছেন, 'মাদক কিংবা চোরা কারবারিদের চলাচল আছে, কিন্তু মাইন বিস্ফোরণে যারা নিহত হচ্ছেন তাদের অনেক সাধারণ মানুষ, নিজের জমিতে কাজ করতে গিয়ে হতাহত হয়েছেন।'

এছাড়া পাহাড় ঘেরা অনেক এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় ভুল করেও অনেকে সীমান্তের ওপারে চলে যান বলেও জানান তিনি। ঘুমধুম ইউনিয়নের প্রশাসক রিমন রুদ্র বলছেন, 'নিজেদের জমি থেকে ফসল সংগ্রহ করবে, সেখানে মাইনের আঘাতে হতাহত হচ্ছে। গত মাসেও বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে নিজেদের জমিতে কাজ করতে গিয়ে তিনজন নিহত হয়েছেন।' মি. রুদ্র জানান, স্থানীয়দের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তবর্তী দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলেছে বিজিবি। সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় না যেতে স্থানীয় পর্যায়ে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে বলে জানান, বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মো. সানিউল ফেরদৌস। তিনি বলছেন, বিজিবির মাধ্যমে যে-সব এলাকায় কৃষি জমি আছে সেসব এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে বিজিবি। 'সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা যেহেতু বিজিবির নিবীড় তত্ত্বাবধান করে, ওই এলাকায় সাধারণ প্রশাসনের সরাসরি খুব বেশি কিছু করার নেই' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

সমাধানের পথ কী?

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে স্থল মাইন বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকটের সময়ে স্থল মাইন বিস্ফোরণের খবর বেশি আসতে শুরু করে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক ড. নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ বলছেন, বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকা নদী, পাহাড় এবং সমতল মিশ্রিত দুর্গম এলাকা, যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থাও কঠিন।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, 'ওই সীমান্তটা আসলে কার নিয়ন্ত্রণে এটা বলা বেশ কঠিন। কারণ সীমান্তের এই অংশে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীকে সরিয়ে আরাকান আর্মি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। 'এখানে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। আবার আরাকান আর্মির বিরুদ্ধেও স্বাধীনতাকামী সংগঠন, জঙ্গি সংগঠন, বিদ্রোহী সংগঠনসহ নানা নামে তৎপর আছে অনেক গোষ্ঠী' বলেন তিনি। ফলে সীমান্তে মূলত কারা মাইন পুঁতে রাখছে, বিষয়টি চিহ্নিত করা বেশ কঠিন বলেই মনে করেন মি. আহাম্মেদ। তিনি বলছেন, জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সীমান্ত এলাকায় মাইন স্থাপনের নির্ধারিত নিয়ম থাকলেও প্রচলিত বাহিনী না থাকায় এই সীমান্তে বিষয়টি ভিন্ন। 'মাইন পাতা হলে আলাদা করে জায়গাটাকে চিহ্নিত করে দিতে হয়। কারণ মাইনের উদ্দেশ্য হলো শত্রু আক্রমণকে ধীর করে দেওয়া। কিন্তু এখানে শত্রু অজানা, জেনেভা কনভেনশন মানার কোনো বিষয়ও এখানে নাই,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে জড়িত যে-কোনো পক্ষ নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতেও মাইন পেতে রাখতে পারে বলেও মনে করেন এই বিশ্লেষক। তিনি বলছেন, 'আমরা কোনো কোনো গোষ্ঠীকে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ অংশে চাঁদাবাজি করতে শুনেছি, বৈশাখি অনুষ্ঠানেও অস্ত্রসহ যোগ দেওয়ার ছবি গণমাধ্যমে এসেছে। কিন্তু কখনও শুনেছেন যে মাইন বিস্ফোরণ হয়ে তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে? বিজিবিকে সীমান্তের ওই অংশে অভিযান চালাতে হলে এই মাইন জোনগুলো পার করেই এগোতে হবে বলেও মনে করেন মি. আহাম্মেদ। 'তার মানে যারা মাইনগুলো পাতছে, তারা খুব সচেতনভাবেই এগুলো বিভিন্ন অংশে বসিয়েছে,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এক্ষেত্রে সীমান্তে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর কথা বলছেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক। এছাড়া বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে সেটিও দ্রুত বাস্তবায়নের কথা বলছেন তিনি। এদিকে, মিয়ানমার ইস্যুতে তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিয়ানমার অনুবিভাগের মহাপরিচালক মো. তৌফিক উর রহমান। তিনি বলছেন, 'তাদের ওখান থেকে মাঝে মাঝে গুলি বা বিস্ফোরক আসে বা মাইন অবিস্ফোরিত থাকে, এ সব ব্যাপারে আমরা মিয়ানমার দূতাবাসে, ঢাকায় যারা আছেন এবং ইয়াঙ্গুনে আমাদের যে দূতাবাস, তার মাধ্যমে তাদের সরকারের কাছে আমাদের কনসার্নগুলো পৌঁছে দেই।' মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ঠিক না হলে বাংলাদেশের সীমান্ত, ঘরে তৈরি জটিলতা কিংবা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান হওয়া কঠিন বলেও জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই কর্মকর্তা। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরে জনমত গঠন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা এবং কূটনৈতিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা- এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। মি. রহমান বলছেন, 'অনেক সময় ফান্ড সংকুচিত হয়, এ নিয়েও আমাদের ক্যাম্পেইন চালাতে হয়। আমাদের প্রায়োরিটি এজেন্ডার সঙ্গে সহায়ক দাতা সংস্থাগুলোর চিন্তা অনেক সময় ভিন্ন হয়, সেটি নিয়েও কাজ করতে হয়' এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করা এবং তাদের ওপর নির্যাতন করার পেছনে কারা দায়ী, সেই বিষয়টাও কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরে বাংলাদেশ। 'আন্তর্জাতিক আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলমান, পৃথিবীর অনেক দেশ, সচেতন নাগরিক বা মানবাধিকার সংগঠন মামলা করেছেন, এসব বিষয়েও আমাদের কাজ করতে হয়। যাতে এই দিকগুলো সচল থাকার মধ্য দিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ একটা চাপে থাকে,' বলেন তিনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: মানুষের শরীর ও মন ভালো রাখার ক্ষেত্রে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাই প্রত্যেককেই শরীর চর্চা এবং খেলাধুলার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এতে শুধু কোনও ব্যক্তিই নয় সামগ্রিকভাবে সমাজও উপকৃত হবে। আজ বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের হলঘরে পঞ্চম রাজ্যভিত্তিক কুরাস (কুস্তি) প্রতিযোগিতার এবং সন্ধ্যায় দক্ষিণ মতাইয়ের মাঠে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক নেশামুক্ত প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ও মাড ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে। নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে খেলাধুলা। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে খেলাধুলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে।তিনি বলেন, ত্রিপুরার গ্রামেগঞ্জে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, খেলাধুলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, সিন্থেটিক এথলেট ট্রেক নির্মাণ সহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় মনোনিবেশ করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে কুরাস বিভাগে ভারত একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২ জন ক্রীড়াবিদকেই তাদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ত্রিপুরাও কুরাস ইভেন্টে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডার্লং, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী অরিন্দম দেবনাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী প্রমুখ।

নেশামুক্তি সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩১ জুলাই: যুবসমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলায় সাতদিনব্যাপী আবাসিক কোচিং ক্যাম্পের মাধ্যমে নেশামুক্তি সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। শুক্রবার কৈলাশহরের জেলা ক্রীড়া প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছে।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্যাম্পে আগরতলা থেকে আসা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের রিসোর্স পার্সনরা নেশার কুফল, স্বাস্থ্য সচেতনতা, মানসিক সুস্থতা এবং সমাজে মাদকবিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সম্পা দাস পাল, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি ডা. সন্দীপন ভট্টাচার্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিনিধি অমিত যাদব, প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চৌধুরী-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মাছ চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক নাবালক

কমলপুর, ৩১ জুলাই: কমলপুরে মাছ চুরি করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ল এক নাবালক। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে একাধিক বাড়ি ও মন্দিরে সংঘটিত চুরির ঘটনায় একটি চক্রের জড়িত থাকার দাবি করেছে। যদিও তার এই দাবির সত্যতা এখনও পুলিশি তদন্তে নিশ্চিত হয়নি।

অভিযোগ, শুক্রবার ভোরে কমলপুর থানা থেকে অল্প দূরে ভিতর ফুলছড়ি এলাকার বাসিন্দা নরেশ ঘোষের পুকুরে একদল যুবক ও নাবালক মাছ চুরির উদ্দেশ্যে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে পুকুরের মালিক ও স্থানীয়রা এগিয়ে গেলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় একজন নাবালককে আটক করা সম্ভব হলেও তার সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে যায়। আটক নাবালকের বাড়ি কমলপুরের মায়াছড়ি এলাকায় বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।স্থানীয়দের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই নাবালক দাবি করে, সে একা নয়, সে একটি দলের সদস্য। তার দাবি অনুযায়ী, দলের অন্য সদস্যরাও মায়াছড়ি চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা এবং গত কয়েক মাসে কমলপুরের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত একাধিক চুরির ঘটনায় তারা জড়িত। এমনকি বিভিন্ন বাড়ি ও মন্দিরে চুরির ঘটনাতেও তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে সে দাবি করেছে।এছাড়া সংবাদমাধ্যমের সামনে আটক নাবালক দাবি করে, চুরি করে পাওয়া অর্থ দিয়ে তারা মাদক সেবন করত। তার এই বক্তব্য এলাকায় নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ঘটনার পর স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কমলপুরে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা চক্রটিকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে পুলিশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা যায়নি। ফলে পুলিশের তদন্ত ও নজরদারি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক নাবালকের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পলাতকদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এখন নজর পুলিশের তদন্তের দিকে। আটক নাবালকের দাবি কতটা সত্য, আদৌ কোনও সংঘবদ্ধ চোরচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না এবং সাম্প্রতিক চুরির ঘটনাগুলির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র রয়েছে কি নাতার উত্তর মিলবে তদন্ত শেষ হলেই।

গোমতী জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়ক-জেলাশাসক, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ জুলাই: গোমতী জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শুক্রবার হাসপাতাল পরিদর্শন করেন জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা।পরিদর্শন দলে ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কমল রিয়াং, জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. কাজল দাস-সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার, নবনির্মিত সিসিইউ ওয়ার্ড, সিটি স্ক্যান ও রেডিওলজি বিভাগ, আইপিএইচএস ল্যাব, ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, টিকিট কাউন্টার-সহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি হাসপাতালের পরিষেবা আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, তা নিয়েও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তারা জানান, হাসপাতালের সিসিইউ, সন্ধ্যাকালীন ওপিডি কাউন্টার এবং নতুনভাবে স্থাপিত সি-আর্ম মেশিন চালু হওয়ার ফলে চিকিৎসা পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে এই আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে দুর্ঘটনাজনিত হাত বা পা ভাঙার মতো জটিল অর্থোপেডিক অস্ত্রোপচার এখন জেলা হাসপাতালেই করা সম্ভব হবে। এর ফলে আগরতলায় রোগী রেফারের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, গোমতী জেলা হাসপাতালকে একটি আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে পরিণত করতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। তিনি হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য আরও সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনজাতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতদিনের কর্মশালা, এনইপি ২০২০-এর বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর আলোকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করার এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগে অনুষ্ঠিত সাতদিনব্যাপী 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষীদের শিল্প, সঙ্গীত, লোকগান, লোকনৃত্য ও লোককথা সংগ্রহ, প্রস্তুতি ও নথিভুক্তকরণ' বিষয়ক কর্মশালার শুক্রবার সফল সমাপ্তি ঘটে।

"মনড্রা — এ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি"-এর উদ্যোগে, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের সহযোগিতায় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক-এর অধীন নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অসীম গুপ্ত, টিটিএএডিসি-র ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বিজেশ দেববর্মা, বিশিষ্ট ককবরক গবেষক ও সাহিত্যিক নন্দ কুমার দেববর্মা এবং সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড় সুনীল কলই, ও বিভাগের অধ্যাপক ড় দীপক উপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস বলেন, এবং মনড্রা সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার একটি সফল উদাহরণ। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু শ্রেণিকক্ষের পাঠেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করে তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নথিভুক্ত করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নৃ-গবেষণা, মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, আলোকচিত্র, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, মেটাডেটা প্রস্তুত, সম্মতিপত্র গ্রহণের নীতি এবং ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ডকুমেন্টেশন কৌশল সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মনড্রা-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান ড় সুনীল কলই বলেন, 'ডকুমেন্টেশন শুধুমাত্র ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করার বিষয় নয়, এটি একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয়, জ্ঞান, ইতিহাস ও স্মৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আজকের নথিভুক্ত তথ্যই আগামী দিনের সাংস্কৃতিক আর্কাইভ হয়ে উঠবে।'

সাতদিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গবেষণা নৈতিকতা, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, শব্দ ধারণ, মেটাডেটা ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল সংরক্ষণ বিষয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক অনুশীলন, আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের আশা, এই কর্মশালার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের গবেষক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ত্রিপুরার সমৃদ্ধ আদিবাসী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। আয়োজকদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচি একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তেমনি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর আলোকে বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রসারেও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীরা ককবরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনার পর খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রায় ৪৫ লক্ষ নাম

অমরাবতী, ৩১ জুলাই (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) প্রক্রিয়া শেষে শুক্রবার প্রকাশিত অন্ধ্রপ্রদেশের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

প্রধান নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) বিবেক যাদব জানান, বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে ২২.৩০ লক্ষ স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন বা তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়া ১৫.২২ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে সরানো হয়েছে এবং ৭.৩৭ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিক স্থানে নথিভুক্ত থাকায় তা বাতিল করা হয়েছে।

তিনি জানান, মোট ৩.৭১ কোটি ভোটারের (৮৯.২২ শতাংশ) কাছ থেকে গণনাপত্র (এনিউমারেশন ফর্ম) সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে বাকি ৪৪.৮৯ লক্ষ ভোটারের ক্ষেত্রে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) তাঁদের খুঁজে পাননি বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্ম জমা পড়েনি। এঁদের মধ্যে অনেকে অন্য রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছেন, কেউ অস্তিত্বহীন বলে চিহ্নিত হয়েছেন, আবার কেউ ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে ফর্ম জমা দেননি বা ভোটার হিসেবে নাম রাখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

গত ১৫ জুন থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়। ২৪ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪,১৬,২৭,৬৯৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩,৭১,৩৮,১৮২ জন তাঁদের গণনাপত্র জমা দিয়েছেন।

সিইও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, প্রকৃত ভোটারদের নাম এখনও পুনরায় তালিকাভুক্ত করা সম্ভব। ৩১ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়সীমায় নির্ধারিত ঘোষণাপত্র-সহ ফর্ম-৬ জমা দিয়ে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করা যাবে। একাধিক স্থানে নাম থাকা ভোটারদের ক্ষেত্রে কেবল একটি স্থানেই নাম বহাল থাকবে।

রাজ্যের ১৭৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) শুক্রবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। যাঁদের নাম তালিকায় নেই, তাঁদের অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত বা একাধিক স্থানে নাম নথিভুক্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ-সহ বুথভিত্তিক তালিকা সংশ্লিষ্ট ইআরও/এইআরও দফতর, গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং ভোটকেন্দ্রের নোটিস বোর্ডে টাঙানো হয়েছে। একই সঙ্গে সিইও এবং সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের ওয়েবসাইটেও এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৩১ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হবে। ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেগুলির নিষ্পত্তি করা হবে এবং আগামী ৩ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

সিইও জানান, এই প্রক্রিয়া সফল করতে ২৮ জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক, ১৭৫ জন ইআরও, ১,০৭৯ জন সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক, ৪,৬৫০ জন বিএলও সুপারভাইজার এবং ৪৬,৩৯৭ জন বুথ লেভেল অফিসার কাজ করেছেন। পাশাপাশি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মোট ১,২৭,৮৬৮ জন বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) নিয়োগ করেছে, যা এসআইআর শুরুর সময়ের ৬৮,৮৬৮ জনের তুলনায় অনেক বেশি। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণেরই প্রতিফলন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অনলাইনেই অতিরিক্ত লাগেজ বুকিংয়ের সুবিধা চালু করল ভারতীয় রেল, টিকিট কাটার সময়ই মিলবে পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (আইএএনএস): ট্রেনে যাত্রার সময় অতিরিক্ত লাগেজ বহনের জন্য এবার আর আলাদা করে পার্সেল অফিসে যেতে হবে না। যাত্রীদের সুবিধার্থে টিকিট সংরক্ষণের সঙ্গেই অনলাইনে অতিরিক্ত লাগেজ বুকিং ও চার্জ পরিশোধের নতুন ডিজিটাল পরিষেবা চালু করেছে ভারতীয় রেল। শুক্রবার থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থার ফলে অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের সময়ই অতিরিক্ত লাগেজের জন্য আবেদন ও প্রয়োজনীয় ফি জমা দেওয়া যাবে। এর আগে নির্ধারিত বিনামূল্যের সীমার বেশি লাগেজ বহন করতে হলে যাত্রীদের রেলের পার্সেল কাউন্টারে গিয়ে আলাদা বুকিং করতে হতো, যার ফলে অতিরিক্ত কাগজপত্রের পাশাপাশি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোরও প্রয়োজন পড়ত।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই সুবিধা শুধুমাত্র নিশ্চিত (কনফার্মড) টিকিটধারী যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। এছাড়া শুধুমাত্র সেই সব শ্রেণিতে এই পরিষেবা মিলবে, যেখানে নির্ধারিত অতিরিক্ত চার্জ দিয়ে বিনামূল্যের সীমার বেশি লাগেজ বহনের অনুমতি রয়েছে। এসি ফার্স্ট ক্লাস, এসি টু-টিয়ার, ফার্স্ট ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীরা এই সুবিধা পাবেন। তবে এসি থ্রি-টিয়ার এবং এসি চেয়ার কারের যাত্রীরা এই পরিষেবার আওতায় থাকবেন না, কারণ এই শ্রেণিগুলিতে সর্বোচ্চ অনুমোদিত লাগেজের পরিমাণই বিনামূল্যের সীমার সমান।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, এসি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা বিনামূল্যে ৭০ কেজি পর্যন্ত লাগেজ বহন করতে পারেন এবং অতিরিক্ত চার্জ দিয়ে সর্বোচ্চ ১৫০ কেজি পর্যন্ত বহনের অনুমতি রয়েছে। এসি টু-টিয়ার ও ফার্স্ট ক্লাসে বিনামূল্যে ৫০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ১০০ কেজি, স্লিপার ক্লাসে বিনামূল্যে ৪০ কেজি ও সর্বোচ্চ ৮০ কেজি এবং সেকেন্ড ক্লাসে বিনামূল্যে ৩৫ কেজি ও সর্বোচ্চ ৭০ কেজি পর্যন্ত লাগেজ বহন করা যায়। অন্যদিকে, এসি থ্রি-টিয়ার ও এসি চেয়ার কারে সর্বোচ্চ ৪০ কেজি পর্যন্ত লাগেজ বহনের অনুমতি রয়েছে, যা একই সঙ্গে বিনামূল্যের সীমাও।

রেল জানিয়েছে, বিনামূল্যের সীমার বেশি কিন্তু নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে লাগেজ বহন করলে যাত্রীদের অতিরিক্ত লাগেজ চার্জ দিতে হবে। পাশাপাশি লাগেজের ওজনের পাশাপাশি আকারের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সাধারণত ১০০ সেমি×৬০ সেমি×২৫ সেমি মাপের ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস বা বাক্স যাত্রীবাহী কোচে বহন করা যায়। তবে এসি থ্রি-টিয়ার ও এসি চেয়ার কারে লাগেজের সর্বোচ্চ আকার ৫৫ সেমি×৪৫ সেমি×২২.৫ সেমি নির্ধারণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের সময় লিজে দেওয়া জমির ব্যবহার খতিয়ে দেখবে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৩১ জুলাই (আইএএনএস): পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে লিজে দেওয়া জমির বর্তমান ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর।দফতর সূত্রে খবর, মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই পর্যালোচনা করা হচ্ছে।প্রথমত, লিজে দেওয়া জমি যে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়েছে কি না, অথবা দীর্ঘদিন ধরে জমি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। যদি দেখা যায় যে নির্ধারিত প্রকল্পের জন্য জমির কোনও ব্যবহারই হয়নি, তবে সেই জমি লিজগ্রহীতার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্য শিল্প প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে রাজ্য সরকার।অন্যদিকে, যদি জমির আংশিক ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সূচি সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। প্রয়োজনে প্রকল্প শেষ করার জন্য বাস্তবসম্মত সময়সীমাও বেঁধে দিতে পারে সরকার।দ্বিতীয়ত, লিজে দেওয়া জমি নির্ধারিত শিল্প প্রকল্পের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে।এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হতে পারে। পরে সেই ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখে আর্থিক জরিমানা কিংবা লিজ বাতিলের মতো পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

এয়ারপোর্ট থানার মহিলা এসআই যমুনা রায় বরখাস্ত, মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: অভিযোগকারিণীকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এয়ারপোর্ট থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) যমুনা রায়কে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শুক্রবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলার শুনানিকালে এই রায় দিয়েছে আদালত।

মামলা সূত্রে জানা যায়, এয়ারপোর্ট থানা এলাকার বাসিন্দা লিপিকা লোধ প্রায় এক মাস আগে তাঁর পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ নিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করতে যান। অভিযোগ, পুলিশ তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এরপর তিনি জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হন। অভিযোগ রয়েছে, মামলার মধ্যে এয়ারপোর্ট থানার মহিলা এসআই যমুনা রায় অভিযোগকারিণী লিপিকা লোধকে থানায় ডেকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য হুমকি দেন।

এর আগে, বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে আদালতকে জানানো হয়, জেলা পুলিশ সুপার এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে (ওসি) অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশ দিলেও তা পালন করা হয়নি। সেই কারণে এয়ারপোর্ট থানার ওসিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শুক্রবারের শুনানিতে , সংশ্লিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা এসআই যমুনা রায়কেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এদিন অভিযোগকারিণীর আইনজীবী দেবজিৎ গোপ আদালতে জানান, গত ২৯ জুলাই অঞ্জলি সরকার নামে এক মহিলা ফোন করে লিপিকা লোধকে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দেন। সেই ফোনালাপের রেকর্ড আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর এবং অঞ্জলি সরকার নামে ওই ব্যক্তির পরিচয় ও ভূমিকা তদন্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৬ আগস্ট দিন ধার্য করেছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, অভিযোগগুলির সত্যতা আদালতের বিচারাধীন এবং তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফলের ওপর পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নির্ভর করবে।

উত্তর ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে জেলা পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে শুক্রবার ধর্মনগরের জেলাশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা পর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং কারা দপ্তরের মন্ত্রী তথা উত্তর ত্রিপুরা জেলার অভিভাবক মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান, বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, ইসলাম উদ্দিন, ফিলিপ কুমার রিয়াং ও শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিভিন্ন ব্লক অ্যাডভাইজরি কমিটির প্রতিনিধিরা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

বৈঠকে গ্রামীণ অবকাঠামো, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা চলমান প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা নির্দেশ দেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যেন দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা, প্রকল্পের গুণগত মান বজায় রাখা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা উত্তর ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে, নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী হবে।

মধুপুর বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই মিষ্টির দোকান, প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: সিপাহীজলা জেলার মধুপুর পূর্ব বাজারে অগ্নিকাণ্ডে একটি মিষ্টির দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় দোকানের মালিক কৃষ্ণ শর্মার প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। জানা গেছে, কৃষ্ণ শর্মা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে বন্ধন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মধুপুর বাজারে একটি মিষ্টির দোকান চালু করেন। সেই দোকানের আয়ের উপর নির্ভর করেই তাঁর পরিবারের সংসার চলছিল।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান তিনি। তাঁর দাবি, দোকান বন্ধ করার আগে বিদ্যুতের সমস্ত সুইচ বন্ধ করে বেরিয়ে যান। পরে রাতেই মধুপুর থানার পক্ষ থেকে ফোন করে তাঁকে জানানো হয়, তাঁর দোকান থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হচ্ছে।

খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দেখেন, মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। তবে শেষ পর্যন্ত দোকানটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দোকান মালিকের দাবি, আগুনে দোকানের সমস্ত মিষ্টি, ব্যবসার সরঞ্জাম, দুটি ফ্রিজ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং নগদ প্রায় ১২ হাজার টাকা পুড়ে যায়। সব মিলিয়ে তাঁর প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণ শর্মা মনে করছেন, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে ঘটনার পর বাজারের একাংশ ব্যবসায়ীর মধ্যে নাশকতার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি এবং অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া হয়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, বিজেপি নেতা দুলাল চৌধুরী, বিজেপির প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা, বাজার সংঘের সম্পাদক জহর সাহা, প্রাক্তন সম্পাদক তপন দেবনাথ, সিপিআই(এম)-এর কমলাসাগর কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রার্থী হিরন্ময় নারায়ণ দেবনাথ-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তাঁরা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি, দুর্ঘটনার পেছনে কোনও নাশকতা বা ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখার আহ্বান জানান।

এদিকে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানতে তদন্তের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্তের রিপোর্টের পরই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 01-08-2026, 01:50

• কাজের সন্ধান •

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বীমায় ৫০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, রাষ্ট্রীয় বীমা অর্থাৎ এন.আই.সি.এল-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ আগস্টে, আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই সি এল বা ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৫০০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি-দের জন্য ৬৭টি, এসটিদের জন্য ৩৬টি, ওবিসিদের জন্য ১০৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৩৮টি এবং অসংরক্ষিত ২৫৫টি। এর মধ্যে আবার ২৫টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৭ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৭ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধ তিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ২৭ আগস্টে হওয়ার সম্ভাবনা। ১০০টি প্রশ্ন, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধ তিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৯৪০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ পিএনবি বা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসারপদে ৫৪৫ জন নিয়োগ হচ্ছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে' চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। যেমন, মোট ৫৪৫টি শূন্যপদের মধ্যে ২১৯টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত হিসেবে। এছাড়া, ৯৩টি এসসি, ৫১টি এসটি, ১০৭টি ওবিসি এবং ৭৫টি পদ ইডব্লিওএস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও রয়েছে ২৯টি শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ, বিশেষ করে রাজ্য অনুযায়ী বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। তবে, আবেদনের আগে বিজ্ঞপ্তির পুরোটা দেখে নেবেন। শূন্যপদগুলির পোস্ট কোড - ০১, গ্রেড বা স্কেল জে.এম.জি.এস-১, মূল মাইনে বা বেতনক্রম ৪৮,৪৮০-৮৫,৯২০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৯ আগস্টের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৯ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে ফি পেমেন্ট করতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমার পরিবর্তে নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধ তিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট রিসিপ্ট কপি, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার রিসিপ্ট কপির একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। আগস্টের শেষ দিকে অথবা সেপ্টেম্বরে পরীক্ষার সম্ভাবনা। অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। একটিই মূল পরীক্ষা, ১৫০ নম্বরের, প্রশ্ন করা হবে ১৫০টি। সময় ৩ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষাও দিতে পারেন আগরতলা কেন্দ্রে। অনলাইনে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৮-১০ আগে থেকে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধ তিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

একইভাবে, অপর এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বিশেষ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় স্পেশালিস্ট অফিসার, জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর, তবে পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়ও রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ার (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ,
পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসোসিয়েট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে অন্যান্য শহরে। তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **৬৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (টেকনোলজি) (আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ৩৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (এন.আই.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ আগস্টে, আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন, ৬৮তম পুরুষ ব্যাচ (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, পার্সোনাল ইন্টারভিউ সেপ্টেম্বরে,
তবে তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি (এন.আই.টি আগরতলা),**
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড), জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ মোট ২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মাইনিং সর্দার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজর (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, টেকনিশিয়ান, টেলি-কলার, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর, ম্যানেজার, এডভাইজর, রিসেপশনিস্ট (ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু,
গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর, পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই,
আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ১১ আগস্ট জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে।

ত্রিপুরা হাই কোর্টে পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা হাই কোর্টে পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড), জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ মোট ২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — প্রথমত, ত্রিপুরা হাই কোর্টে জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা ও টাইপিং টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - এফ.৪ (২২)-এইচসি/ ২০২৬/ ১৫৯০৯। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত স্ক্রিনিং টেস্ট অর্থাৎ ডব্লিও এস টি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন, সময় ২ ঘন্টা। এতে সফল হলে অর্থাৎ কাট-অফ-মার্কস (এসসি/ এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ এবং অন্যদের জন্য ৬০ শতাংশ) পেলে ধাপে ধাপে কম্পিউটারে টাইপিং টেস্ট ও লিখিত মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। পরীক্ষার ফি অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৫০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। পদের নাম - জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ১৪টি। এর মধ্যে ৬টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৬টি তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ২টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেগুলো ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। মাইনে ঃ রেগুলার স্কেল পে'র ক্ষেত্রে পে মেট্রিক্স লেভেল-৭ অনুযায়ী প্রতি মাসে ২১,৪০০ টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক হতে হবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকতে হবে সঙ্গে প্রতি মিনিটে অন্ততপক্ষে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখেই অপর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - এফ.৪ (২২)-এইচসি/ ২০২৬/ ১৫৯১১। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত স্ক্রিনিং টেস্ট অর্থাৎ ডব্লিও এস টি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন, সময় ২ ঘন্টা। এতে সফল হলে অর্থাৎ কাট-অফ-মার্কস (এসসি/ এসটিপ্রার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ এবং অন্যদের জন্য ৬০ শতাংশ) পেলে ধাপে ধাপে ইন্টারভিউ ও স্কিল টেস্টে বসার সুযোগ পাবেন। পরীক্ষার ফি অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৫০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। পদের নাম - সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ৩টি। এর মধ্যে ২টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেটি ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। মাইনে ঃ রেগুলার স্কেল পে'র ক্ষেত্রে পে ব্যান্ড-২ অনুযায়ী প্রতি মাসে বেতন ক্রম ৫,৭০০-২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২৮০০ টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে বিই/ বিটেক পাশ অথবা এমসিএ পাশ হতে হবে।

তৃতীয়ত, গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড)পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার (ভিজিলেন্স) ১৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অপর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - এফ.১৩ (১২)-এইচসি/ ২০২৬/ ১৬৭৭২। প্রার্থীবাছাই হবে দ্বি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা, ৩টি পার্টে, লেটার রাইটিং, হ্যান্ড রাইটিং টেস্ট, জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিষয়ের উপর প্রতিটি পার্টে ২৫ নম্বর করে মোট ৭৫ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ২ ঘন্টা। এতে সফল হলে পরবর্তী ধাপে ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। পরীক্ষার ফি অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৩০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। পদের নাম - গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড) ঃ শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে ৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। মাইনে ঃ রেগুলার স্কেল পে'র ৭৫ শতাংশ হিসেবে (পে মেট্রিক্স লেভেল-১ অনুযায়ী) প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।

সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই বয়স ১০-০৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ১০ আগস্ট, বিকেল ৫টার মধ্যে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* কোলফিল্ডে **মাইনিং সর্দার, সার্ভেয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে অন্যান্য শহরে। তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **৬৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (টেকনোলজি)** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৭ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রীয় বীমা অর্থাৎ এন.আই.সি.এল-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ আগস্টে, আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **শর্ট সার্ভিস কমিশন, ৬৮তম পুরুষ ব্যাচ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ২০-২৭ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, পার্সোনাল ইন্টারভিউ সেপ্টেম্বরে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এন.আই.টি-তে **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা হাই কোর্টে **গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড), জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ মোট ২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার, জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **মাইনিং সর্দার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, টেকনিশিয়ান, টেলি-কলার, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর, ম্যানেজার, এডভাইজর, রিসেপশনিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে 'জব ফেয়ার'-এর আয়োজন করা হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর, পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ১১ আগস্ট জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে।

দুর্গাপূজার দীর্ঘদিনের স্থান দখল ও বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ, প্রতিবাদে যোগেন্দ্রনগরের বাসিন্দারা

আগরতলা, ৩১ জুলাই: আগরতলার যোগেন্দ্রনগরের অজিত পল্লী এলাকায় প্রায় ২৫ বছর ধরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসা একটি খালি জমি দখল করে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, জীবন দে ও সুজিত দত্ত নামে দুই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে পূজাস্থল হিসেবে ব্যবহৃত ওই জমির মালিকানা দাবি করে তা বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন। বাসিন্দাদের দাবি, গত ২৫ বছর ধরে ওই স্থানে নিয়মিত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলেও এতদিন পর্যন্ত কেউ জমিটির মালিকানা দাবি করেননি। হঠাৎ করে মালিকানা দাবি তুলে জমি বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।প্রতিবাদকারীদের দাবি, প্রায় ২০০টি পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, ২৯ নম্বর ওয়ার্ড অফিস এবং ৪৫ নম্বর বুথে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের নীরবতা একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন জায়গায় জমি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং অভিযুক্তদের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।বিক্ষোভকারীদের দাবি, পূজার ঐতিহ্যবাহী স্থানটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে এবং অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।এছাড়াও কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা অভিযোগ করেন, যোগেন্দ্রনগর, আনন্দনগর-সহ আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রভাবশালী জমি দালাল চক্র সক্রিয় রয়েছে। তাদের দাবি, বিভিন্ন মালিকবিহীন বা বিতর্কিত জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করে অবৈধভাবে জমি বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

জনজাতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতদিনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর আলোকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করার এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগে অনুষ্ঠিত সাতদিনব্যাপী 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষীদের শিল্প, সঙ্গীত, লোকগান, লোকনৃত্য ও লোককথা সংগ্রহ, প্রস্তুতি ও নথিভুক্তকরণ' বিষয়ক কর্মশালার শুক্রবার সফল সমাপ্তি ঘটে।"মনড্রা — এ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি"-এর উদ্যোগে, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের সহযোগিতায় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক-এর অধীন নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল।সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অসীষ গুপ্ত, টিটিএএডিসি-র ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বিজেশ দেববর্মা, বিশিষ্ট ককবরক গবেষক ও সাহিত্যিক নন্দ কুমার দেববর্মা এবং সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সুনীল কলই, ও বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক উপাধ্যায়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস বলেন, এবং মনড্রা সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার একটি সফল উদাহরণ। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু শ্রেণিকক্ষের পাঠেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করে তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নথিভুক্ত করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নৃ-গবেষণা, মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, আলোকচিত্র, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, মেটাডেটা প্রস্তুত, সম্মতিপত্র গ্রহণের নীতি এবং ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ডকুমেন্টেশন কৌশল সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।মনড্রা-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান ড. সুনীল কলই বলেন, 'ডকুমেন্টেশন শুধুমাত্র ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করার বিষয় নয়, এটি একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয়, জ্ঞান, ইতিহাস ও স্মৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আজকের নথিভুক্ত তথ্যই আগামী দিনের সাংস্কৃতিক আর্কাইভ হয়ে উঠবে।'সাতদিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গবেষণা নৈতিকতা, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, শব্দ ধারণ, মেটাডেটা ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল সংরক্ষণ বিষয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক অনুশীলন, আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের আশা, এই কর্মশালার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের গবেষক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ত্রিপুরার সমৃদ্ধ আদিবাসী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। আয়োজকদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচি একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তেমনি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর আলোকে বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রসারেও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীরা ককবরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে নিয়োজিত করা হয়েছে।

জনগণনার প্রথম পর্যায়, হাউসলিস্টিং অ্যান্ড হাউজিং সেনসাস, ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এই সময়ে গণনাকারীরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে বাড়ির অবস্থা, উপলব্ধ মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং পরিবারের সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবেন। রতন বিশ্বাস রাজ্যের সকল বাসিন্দার কাছে সঠিক তথ্য দিয়ে জনগণনা কর্মীদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনগণনা আইন, ১৯৪৮ অনুযায়ী জনগণের দেওয়া সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখা হবে। পাশাপাশি, ডিজিটাল ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনগণনার সময় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কোনো পরিচয়পত্র বা সরকারি নথি প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে না। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র জনগণনার কাজে ব্যবহার করা হবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। প্রত্যেক গণনাকারীর কাছে থাকবে সরকারি জনগণনা কিট, পরিচয়পত্র এবং নিয়োগপত্র, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেন।এই জনগণনায় মোট ৩৩টি প্রশ্ন থাকবে, যা মূলত চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে করা হবে- বাড়ির বিবরণ: বাড়ির ধরন এবং নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ। পরিবারের তথ্য: পরিবারের প্রধানের নাম, সদস্যসংখ্যা এবং বাড়িটি নিজস্ব নাকি ভাড়ার। মৌলিক পরিষেবা: পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচাগার, নিকাশি ব্যবস্থা এবং রান্নার জ্বালানির তথ্য। পরিবারের সম্পদ: টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ, মোবাইল ফোন এবং যানবাহনের তথ্য।তিনি বলেন, জনগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা আরও কার্যকরভাবে প্রণয়ন করতে পারে। একই সঙ্গে সরকারি অর্থের ন্যায্য বণ্টন এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতেও জনগণনার তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি গণমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের প্রতিও জনগণনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করার এবং এক মাসব্যাপী এই কর্মসূচিতে জনগণনা কর্মীদের সর্বাত্মক সহায়তা করার আহ্বান জানান। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তরের পরিচালক দেবানন্দ রিয়াং, জনগণনা দপ্তরের যুগ্ম পরিচালক পি. এন. চৌধুরী এবং জনগণনা ও অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

পশ্চিম ত্রিপুরায় জেলা ভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা উৎসব পালিত গুণীজনদের সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গুরু, শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা রজত কান্তি দাস-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে 'গুরু সম্মাননা' প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন পদ্মশ্রী নরেশচন্দ্র জমাতিয়া, বিশ্বেশ্বর নন্দী, ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, এবং শ্রীদাম গোবিন্দ দাস।

অনুষ্ঠানে বক্তারা গুরু-শিষ্য পরম্পরার ঐতিহ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা এবং সুশিক্ষা প্রতিষ্ঠায় গুরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উপস্থিত অতিথিরা গুরু পূর্ণিমার তাৎপর্য স্মরণ করে সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

মনুশ্রীর পাশে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: দুরারোগ্য স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি (এসএমএ)-তে আক্রান্ত ২৩ মাস বয়সী শিশু মনুশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। শুক্রবার তিনি মনুশ্রীর বাবা ধ্রুব চৌধুরীর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

জানা গেছে, মনুশ্রীর বয়স বর্তমানে ২৩ মাস। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর তার দুই বছর পূর্ণ হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, দুই বছর বয়সের আগেই তাকে জীবনরক্ষাকারী জোলজেনসমা জিন থেরাপি প্রদান করা প্রয়োজন। এটি একবার শিরার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় এবং এসএমএ রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

পরিবারের দাবি, এই ওষুধের মূল্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমদানি ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে এর মূল্য প্রায় ১৪ থেকে ১৬ কোটি টাকা হতে পারে। তবে বিভিন্ন ছাড় ও কর-সংক্রান্ত সুবিধা মিললে সেই ব্যয় কমে প্রায় ৮ থেকে ৯ কোটির মধ্যে আসতে পারে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার।

এদিন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী রাজ্যবাসী ও দেশবাসীর কাছে আবেদন

জানিয়ে বলেন, ছোট্ট মনুশ্রীর চিকিৎসার জন্য সকলের আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, সম্মিলিত মানবিক উদ্যোগই শিশুটির চিকিৎসার পথ সহজ করতে পারে এবং এই সংকটময় সময়ে সমাজের সকলের এগিয়ে আসা উচিত। অন্যদিকে, মনুশ্রীর বাবা ধ্রুব চৌধুরী জানান, হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই রাজ্যের বাইরে যেতে হবে। তাই তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেন প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে সময়মতো চিকিৎসা সম্পন্ন করে মনুশ্রীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 06/Div-II/AMC/2026-27 Dated: 29/07/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.12/Div-II/AMC/2026-27	12,55,441.00	25,109.00	90 Days
2	DNIeT No.13/Div-II/AMC/2026-27	12,15,822.00	24,316.00	90 Days
3	DNIeT No.14/Div-II/AMC/2026-27	42,86,985.00	85,740.00	180 Days
4	DNIeT No.15/Div-II/AMC/2026-27	8,53,711.00	17,074.00	90 Days
5	DNIeT No.16/Div-II/AMC/2026-27	14,00.906.00	28,018.00	90 Days
6	DNIeT No.17/Div-II/AMC/2026-27	40,34,437.00	80,689.00	120 Days
7	DNIeT No.18/Div-II/AMC/2026-27	3,30,214.00	6,604.00	60 Days
8	DNIeT No.19/Div-II/AMC/2026-27	8,40,517.00	16,810.00	90 Days
9	DNIeT No.20/Div-II/AMC/2026-27	42,86,985.00	85,740.00	180 Days

Last date and time for document downloading/bidding: **06-08-2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs**
Other necessary details information cab be seen in the office hours of undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Corporation.

PNIeT No. e-PT-XIV/EE/RD/STB/2026-27, Dated-30/07/2026
On behalf of the 'Governor of Tripura 'The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites item wise separate e-tender (Two bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 2.00 P.M. on 12/08/2026 for Hiring of 3 Nos vehicle, Empanelment of Vendors for Mechanical Package on Turn Key Basis for Fully Automatic Raw Cashew Processing Plant & Empanelment of Vendors for Supply of Paver Block for various worksites under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9774388810. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1417/26

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

P'NIeT No.: 11/EE/MNP/PWD(R&B)/2026-27, Dt. 29/07/2026
The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl. No.	DNIeT No	Last Date and Time for Document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid/Technical Bid
1	08/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2026-27	Up to 3.00PM on 05/08/2026	At 4.00PM on 05/08/2026 if possible

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-**https://pwd.tripura.gov.in** procurement portal Thepress notice is also available on **https://tripuratenders.gov.in**

For & on behalf of the Governor of Tripura
Sd/-(Er. SusantaDebbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

ICA/C/1426/26

পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান

● প্রথম পাতার পর

সরকার ষষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করে। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন আইএএস অফিসার অভিষেক সিং এবং সদস্য ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পল্লব কান্তি ঘোষাল। সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইএএস অফিসার ড. অকিঞ্চন সরকার।

কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজ্যের পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান ও নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং রাজ্যের আর্থিক সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করা। পাশাপাশি তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক সুপারিশও করা হয়েছে।

প্রতিবেদন গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা কমিশনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা, জনপ্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হয়েছে। সরকার সুপারিশগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে রাজ্যের সর্বত্র সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

কমিশনের চেয়ারম্যান অভিষেক সিংও কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তর, নগর উন্নয়ন দপ্তর, অর্থ দপ্তর, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে ধন্যবাদ জানান।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেদনটি এখন মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।

যদিও প্রতিবেদনটি নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে, কমিশনের বিস্তারিত সুপারিশ এবং রাজস্ব বণ্টনের প্রস্তাবিত সূত্র এখনও প্রকাশ করা হয়নি। সরকারি সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরই প্রতিবেদনটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রতিবেদন আগামী পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরায় আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের একটি কার্যকর রূপরেখা তৈরি করবে এবং পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান, নগর স্থানীয় সংস্থা ও টিটিএএডিসি-কে আরও আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি তৃণমূল স্তরে জনপরিষেবার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

লাল নাথ বলেন, এই সরকারের লক্ষ্য কাউকে পিছিয়ে না রাখা। সকলকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলা। আগে মাত্র ৩৫টি পরিবারের বাড়িতে পানীয় জলের পাইপলাইন সংযোগ ছিল, তাও শুধু রাস্তার ধারে। বর্তমানে ৮৪৬টি পরিবারকে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগে এলাকায় মাত্র একটি পাকা রাস্তা ছিল, এখন সাতটি রাস্তা নির্মাণ হয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটারেরও বেশি। একসময় পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু বর্তমান সরকার মানুষের জন্য শৌচাগার নির্মাণ করে সেই সমস্যারও সমাধান করেছে। এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করতে জানে।

তিনি বলেন, উন্নয়নের এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্মার্টওয়াচ তুলে দেন। পাশাপাশি, টেট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারী এক দৃষ্টিহীন (ব্লাইন্ড) যুবককে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে একটি গিটার উপহার প্রদান করেন। এছাড়াও, সমাজে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাঁচজন প্রবীণ নাগরিককে শাল ও চাদর পরিয়ে আন্তরিক সংবর্ধনা জানায় মন্ত্রী।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 08/EE/DIV-III/AMC/2026-27, **Dated: 29/07/2026**
The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works(S):-

Sl No. 1	Name of the Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion	Last time and date of Submission
	Construction of first floor of ward office no 44.AMC. **DNIeT No.21/EE/DIV-III/AMC/2026-27**	Rs. 21,23,830.00	Rs. 42,477.00	120 Days	14/07/2025 At 15.00 Hrs
2	Construction of paver block from H.O Haribal Debnath to H.O Mousumi Debnath at Amtali Adarsha para under ward No 50,AMC, **DNIeT No.22/EE/Div-III/AMC/2026-27**	Rs. 25,35,301	Rs. 50,700	90 Days	
3	Improvement of paver block road and p/wall from H.O Manik Saha to H.O Sanjit Majumder at Nabinpally under wrad No 43, AMC **DNIeT No.23/EE/Div-III/AMC/2026-27**	Rs. 5,88,227	Rs. 11,765	90 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE: 05-08-2026.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone-0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F. No-749/Mech.Div/AMC/2026/2764-66 **Dt. 27/07/2026**

E-tender Notice

Press Notice Inviting Tender No: **07/PNIT/Mech. Div. AMC/AMC/2026, Dt. 27/07/2026**
On behalf of Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation this tender is invited by the Executive Engineer, Mech. Div., AMC for the following work:

Sl No.	Name Equipment/ Mechinery	Application Fees in Rs	EMD in Rs	Date of OPening of Technical Bid
1	Desludging of storm water channel with the use of AMC's super suckers with skilled manpower and technical expert and through operation and maintenance of the super suckers machines.	Rs. 20000.00	Rs. 200000.00	11/08/2026

The tender details shall have to be downloaded from website http://tripuratenders.gov.in till for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online in the above website. Bids must be submitted online on or before 6.00 p.m. on 11.08.2026. Bids received online shall be opened on 11.08.2026 at 6 PM in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. The scanned copy of the EMD & Application fees should be submitted in online procedure of e-tendering system. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

(Er. Chinmoy-Chakraborty)
Executive Engineer (Mech)
Agartala Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (টি.এম. সি.ডি.সি.এল), ত্রিপুরা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ একটি সংস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্বনিযুক্তিমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

নিম্নলিখিত প্রকল্প সমূহে ঋণ প্রদান করা হবে:

শিক্ষা ঋণ প্রকল্প:
এমবিবিএস, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএনএম, বিএসসি নার্সিং, বিডিএস, ফার্ম-ডি, বিএ এবং আইটিআই, এলএলবি, এমবিএ, বিএডসহ অন্যান্য স্বীকৃত পেশাভিত্তিক ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কোর্স।

ব্যবসা ঋণ প্রকল্প:
মুদিখানা দোকান, তৈরী পোশাকের দোকান, টেইলারিং, মোবাইল রিপেয়ারিং, মাছ চাষ, ডেয়ারি, কম্পিউটার ব্যবসা, হেয়ার কাটিং সেলুন, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, পোলট্রি, বাঁশ ও বেত শিল্প, ইলেকট্রনিক্স কাজ, বিউটি পার্লার, রেস্টুরেন্ট, কৃষি যন্ত্রাদি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ড্রাইভিং ও অন্যান্য পরিবহনভিত্তিক কার্যক্রম, বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি।

পরিবহণ ঋণ প্রকল্প :
(১) ব্যাটারি চালিত মালবাহী অটোরিক্সা, (২) ব্যাটারি চালিত যাত্রীবাহী অটোরিক্সা (আগরতলা পুর নিগম এলাকা ব্যাতীত) (৩) ক্ষুদ্র মালবাহী গাড়ী, (৪) যাত্রীবাহী অটোরিক্সা (পেট্রোল, সিএনজি ইত্যাদি) (আগরতলা পুর নিগম এলাকা ব্যাতীত) ইত্যাদি।

দরখাস্তকারীগণ স্ব স্ব এলাকার ব্লক অফিস অথবা আগরতলা পৌর এলাকার আবেদনকারীগণ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনপত্র আগামী ০৩/০৮/২০২৬ তারিখ থেকে ১৪/০৮/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ জমা দিতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার কর্পোরেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার অথবা আগরতলাস্থিত কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D-684/26

স্বাক্ষর
জেনারেল ম্যানেজার, ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:-31/EE/AGRI/W/2026-27
TheExecutive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tendersin Singlebid system from the eligible Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of otherState&Centralforthefollowingwork:-

Sl No.	Name of Work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Establishment of Centre of Excellence for Flower at Lembucherra/ S.H: Construction of Boundary Wall and Ticket Counter. (44/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	15,71,528	31,431	Upto 10/08/ 2026 at 2.00 PM	At 03.00 PM on 10/08/ 2026	Appropriate Class
2	Establishment of Centre of Excellence for Flower at Lembucherra, under West Tripura District/S.H:-Pipe line for 8 Nos Poly House with Pump set, Steel Railing, Brick soling, Soak pit, G.C.I sheet walling, Car Garrage, open shed over the R.C.C Reservoir & providing Shednet. (45/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	19,55,223	39,104			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-1415/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

অস্মিতা

● প্রথম পাতার পর

ফাইনাল খেলতে নামি।অস্মিতার এই স্বর্ণপদকের ফলে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেল। পুরো প্রতিযোগিতাজুড়েই তিনি দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে একের পর এক বাধা টপকে ফাইনালে পৌঁছান এবং শেষ লড়াইয়ে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে ভারতের জন্য স্বর্ণ নিশ্চিত করেন।এই জয়ের মাধ্যমে অস্মিতা দে ভারতের কমনওয়েলথ গেমসের স্বর্ণজয়ীদের তালিকায় নিজের নাম লেখানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় জুডোর ক্রমোন্নতিরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

প্রদেশ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

এনডিপিএস-সহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধের তদন্তে প্রভাবশালীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে। আগরতলার বিভিন্ন থানায় নারী নির্যাতনের মামলায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের ঘটনাও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক এক পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস দাবি করেছে, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। দলের অভিযোগ, সরকার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করায় তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, এখনও রাজ্য পুলিশে বহু সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ আধিকারিক রয়েছেন। তাঁদের প্রতি আইন ও সংবিধান রক্ষার সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা অটুট রাখতে নিরপেক্ষ তদন্ত ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় বিনামূল্যে সফল জটিল অস্ত্রোপচার, নতুন নজির গড়ল খোয়াই জেলা হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সাফল্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় যুক্ত করল খোয়াই জেলা হাসপাতাল। আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৪০ বছর বয়সী এক মহিলার জরায়ুর জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই মহিলা জরায়ুর অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ, শারীরিক দুর্বলতা এবং বিভিন্ন স্ত্রীরোগজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ৩০ জুন তাঁকে খোয়াই জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। সেখানে স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দিবাকর দেববর্মা রোগীকে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় রক্তপরীক্ষা ও অন্যান্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান।

পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে চিকিৎসক রোগীর জরায়ুর গুরুতর সমস্যা শনাক্ত করেন এবং জরায়ু, উভয় ডিম্বনালি ও ডিম্বাশয় অপসারণের (হিস্টেরেকটমি ও সংশ্লিষ্ট অস্ত্রোপচার) প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। পরিবারের সম্মতি পাওয়ার পর গত ৮ জুলাই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন, ৯ জুলাই, ডা. দিবাকর দেববর্মার নেতৃত্বে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্মা, নার্সিং অফিসার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সমন্বয়ে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। অস্ত্রোপচারের পর কয়েকদিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ১৩ জুলাই রোগীকে সুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরো চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সমস্ত ব্যয় আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় বহন করা হয়েছে। ফলে রোগীর পরিবারকে কোনও চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হয়নি। সরকারি হাসপাতালেই উন্নতমানের এই চিকিৎসা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্যকর্মীর দক্ষতা, আন্তরিকতা ও মানবিক পরিষেবার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মহলের মতে, খোয়াই জেলা হাসপাতালের এই সাফল্য সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সক্ষমতা, চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা এবং আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কার্যকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এর ফলে সরকারি হাসপাতালের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নত চিকিৎসা গ্রহণে মানুষ আরও উৎসাহিত হবেন।

স্বর্ণের চেইন চুরির অভিযোগে

● আটের পাতার পর

থেকে পূর্ব আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তের অংশ হিসেবে প্রযুক্তিগত সহায়তায় অভিযুক্তের অবস্থান শনাক্ত করে আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর বক্তব্যে অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তের ব্যাগ থেকে চুরি যাওয়া ৬.৩৩ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের চেইনটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের চেইনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। শুক্রবার অভিযুক্ত মহিলাকে আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জোলাইবাড়িতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, বেতাগায় নীরবে শুরু সরকারি ধান সংগ্রহ; প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি কাকুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এবং বেতাগা বাজারে চলতি মৌসুমের সরকারি ধান সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। খাদ্য দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এ বছরও কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে দুই কেন্দ্রে কর্মসূচি শুরুর ধরন নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জোলাইবাড়ি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন জনপ্রতিনিধি, কৃষক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সেখানে ধান সংগ্রহ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়।

অন্যদিকে, বেতাগা বাজার ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, এ বছর জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক কিংবা সাধারণ মানুষকে না জানিয়েই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, পূর্ববর্তী বছরগুলিতে জোলাইবাড়ি ও বেতাগাউভয় কেন্দ্রেই আনুষ্ঠানিকভাবে ধান সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হতো। কিন্তু এবার বেতাগা বাজারে সেই প্রথা অনুসরণ না হওয়ায় সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, যখন জোলাইবাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে ধান সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে, তখন বেতাগা বাজারে একই ধরনের উদ্বোধনী আয়োজন করা হলো না কেন? বিষয়টি নিয়ে খাদ্য দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছেন তাঁরা। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের ব্যাখ্যার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় কৃষক ও বাসিন্দারা।

সাত দফা দাবিতে জোলাইবাড়িতে সিডিপিও কার্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ৩১ জুলাই: সমকাজে সমবেতন, স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ সাত দফা দাবিতে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি আরডি ব্লকের অধীন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন আইসিডিএস প্রকল্পের আওতাধীন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা অংশগ্রহণ করেন।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছেঅঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান, সমকাজে সমবেতন নিশ্চিত করা, সুপ্রিম কোর্ট ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অবসরের পর গ্র্যাচুইটি ও নিয়মিত পেনশন চালু করা, সরকারি মোবাইল ভাতা বৃদ্ধি, পরিপূরক পুষ্টি কর্মসূচির বরাদ্দ ও বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া আর্থিক সুবিধা দ্রুত পরিশোধ।

ডেপুটেশন চলাকালীন কর্মীরা অভিযোগ করেন, বর্তমানে তাঁদের ওপর বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আর্থিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করেন।

আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁদের স্মারকলিপি সংশ্লিষ্ট সিডিপিও-র মাধ্যমে রাজ্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকারের কাছে দ্রুত দাবিগুলি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা। সংগঠনের নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তাঁদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ন্যায্য অধিকার, সম্মান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

স্কুলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম দশম শ্রেণির ছাত্রী, জিবি হাসপাতালে রেফার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ৩১ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি মহামুনিটিলা এলাকায় স্কুলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে জোলাইবাড়ি পিএম শ্রী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। আহত ছাত্রীর নাম সুপর্ণা আচার্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে সুপর্ণা আচার্য বাড়ি থেকে সাইকেলে করে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাড়ি থেকে অল্প দূরে পৌঁছতেই একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিলে সে গুরুতরভাবে আহত হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে জোলাইবাড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, আহত ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত গাড়ির চালক মাঝপথে তাকে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত গাড়িচালককে দ্রুত শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়ি ও চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

"টিন মিস ইন্ডিয়া ২০২৬" খেতাব জিতে উত্তর ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলেন ধর্মনগরের মধুমিতা নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের নেতাজিপাড়া এলাকার কৃতি কন্যা মধুমিতা নাথ জাতীয় স্তরের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিযোগিতা "মিস্টার অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া ২০২৬ — সিজন ২"-এ "টিন মিস ইন্ডিয়া" খেতাব অর্জন করে রাজ্য তথা উত্তর ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

প্রতিযোগিতাটি নয়াদিল্লির অর্জনগড় এলাকার লাক্সেরা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ও ২৫ জুলাই প্রতিযোগীদের জন্য গ্রুমিং ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এরপর ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় গ্র্যান্ড ফাইনাল।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, মঞ্চ উপস্থাপনা এবং প্রতিভার অসাধারণ প্রদর্শনের মাধ্যমে টিনস বিভাগে বিজয়ীর মুকুট জয় করেন মধুমিতা নাথ।

মধুমিতার বাবা অসমঞ্জ নাথ এবং মা অর্পণা গোস্বামী নাথ মেয়ের এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে সকলের আশীর্বাদ কামনা করেছেন। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতেও মধুমিতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও বড় সাফল্য অর্জন করে রাজ্য ও দেশের নাম উজ্জ্বল করবেন।

মধুমিতার এই কৃতিত্বের খবরে ধর্মনগরের নেতাজিপাড়া-সহ গোটা উত্তর ত্রিপুরায় আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন।

জল জীবন মিশন প্রকল্পের বকেয়া বিল পরিশোধের দাবিতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ ঠিকাদাররা

বিশ্রামগঞ্জ, ৩১ জুলাই: জল জীবন মিশন (জেজেএম) প্রকল্পের অধীনে সম্পন্ন হওয়া কাজের দীর্ঘদিনের বকেয়া বিল পরিশোধের দাবিতে সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় পিডব্লিউডি (ডিডব্লিউএস) বিভাগের অধীনস্থ একাধিক ঠিকাদার শুক্রবার জেলা শাসক ও কালেক্টর ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সোনামুড়া কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (রেজিস্ট্রেশন নং ৮৫৬৯/২০২১)-এর নেতৃত্বে ঠিকাদাররা বিশ্রামগঞ্জে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে তাঁদের আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরেন। তাঁদের দাবি, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জল জীবন মিশনের আওতায় সম্পন্ন হওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের বিল এখনও পরিশোধ করা হয়নি। এ নিয়ে একাধিকবার বিশালগড় পূর্ত (ডিডব্লিউএস) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে আবেদন জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। ঠিকাদারদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বিল আটকে থাকায় তাঁরা চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন। শ্রমিকদের মজুরি, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারীদের পাওনা, ব্যাংক ঋণের কিস্তি এবং অন্যান্য আর্থিক দায় পরিশোধ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক ঠিকাদার দাবি করেছেন, কাজ চালিয়ে যেতে গিয়ে তাঁদের পরিবারের মহিলাদের গয়না পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়েছে। কেউ কেউ দেউলিয়া হওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি বলেও জানান।

স্মারকলিপিতে ঠিকাদাররা উল্লেখ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প জল জীবন মিশনের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরা শুরু থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে আসছেন। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে কার্যকরী গৃহস্থালি ট্যাপ সংযোগ (এফএইচটিসি) পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণে তাঁরা নিরলসভাবে কাজ করলেও দীর্ঘদিনের বকেয়া অর্থ না পাওয়ায় নতুন কাজ গ্রহণ এবং চলমান প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে জেলা শাসকের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়ে ঠিকাদাররা বকেয়া বিল দ্রুত পরিশোধের জন্য রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে বিষয়টি উত্থাপনের অনুরোধ জানান। তাঁদের দাবি, সময়মতো বিল পরিশোধ হলে শুধু ঠিকাদাররাই নয়, প্রকল্পের কাজও আরও গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ টিটিএএডিসি-র সিইএমের, বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ

আগরতলা, ৩১ জুলাই: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর প্রধান কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) রুনিয়েল দেববর্মা শুক্রবার রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে টিটিএএডিসি এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সাক্ষাৎ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিইএম রুনিয়েল দেববর্মা জানান, এটি পূর্বনির্ধারিত একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। তিনি বলেন, আগামী ৯ আগস্ট আগরতলায় আয়োজিত বিশ্ব আদিবাসী দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সিইএমের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি-র কার্যনির্বাহী সদস্য চন্দ্র কুমার জমাতিয়া। তিনি জানান, বৈঠকে টিটিএএডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়েও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, পর্যটন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে।

চন্দ্র কুমার জমাতিয়া রাজ্যপালের সময়, পরামর্শ ও উৎসাহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের প্রতি রাজ্যপালের অঙ্গীকার টিটিএএডিসি নেতৃত্বকে অনুপ্রাণিত করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, রাজ্যপালের সহযোগিতায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নে ভবিষ্যতেও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

নেশামুক্ত ভারত অভিযানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩১ জুলাই: 'বিকশিত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুবসমাজ' গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে একটি নেশামুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ড. অরূপ পাটারী-সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে যুবসমাজের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার দেশের সামাজিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি উন্নত ও বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে যুবসমাজকে মাদকমুক্ত, সচেতন এবং সুস্থ জীবনধারার প্রতি উৎসাহিত করা অত্যন্ত জরুরি। এরপর এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় সচেতনতামূলক পদযাত্রা ও প্রচার কর্মসূচি পরিচালনা করেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে মাদক ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলেন এবং সকলকে নেশা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

প্রচারের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক অবক্ষয়, পারিবারিক অশান্তি এবং সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেটও বিতরণ করা হয়। কলেজের এই উদ্যোগকে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রবীণ নাগরিকরা স্বাগত জানিয়ে বলেন, যুবসমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সমাজের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

ভীমরুলের হামলায় আহত ৩ ছাত্র, স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

আগরতলা, ৩১ জুলাই: খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে ভীমরুলের আক্রমণে তিনজন ছাত্র আহত হয়েছে। ওই ঘটনায় বিদ্যালয় চত্বরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আহত ছাত্রদের দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় এক মাস আগেই বিদ্যালয় ভবনে ভীমরুলের চাক থাকার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অভিভাবকদের প্রশ্ন, আগাম সতর্ক করার পরও কেন ঝুঁকি দূর করা হয়নি।

অন্যদিকে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভীমরুলের চাক অপসারণের জন্য তারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহযোগিতা ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে চাকটি অপসারণ করা সম্ভব হয়নি বলে তাদের দাবি।

এই ঘটনার পর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অভিভাবকদের দাবি, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে ভীমরুলের চাক অপসারণ, বিদ্যালয় চত্বরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলির নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিয়মিতকরণের দাবিতে রাজ্যজুড়ে 'কালো দিবস' পালন অনিয়মিত কর্মচারীদের

আগরতলা, ৩১ জুলাই: চাকরি নিয়মিতকরণ, চাকরির নিরাপত্তা এবং সমকাজে সমবেতনের দাবিতে আজ রাজ্যজুড়ে 'কালো দিবস' পালন করল ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী ফোরাম। মুখে কালো কাপড় বেঁধে ও কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রতিবাদে সামিল হন বিভিন্ন দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফোরামের সদস্য বাবুল আচার্য অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের ১০ বছর চাকরি সম্পূর্ণ হলে নিয়মিতকরণের যে নীতি চালু করেছিল, ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর তা বাতিল করা হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও নতুন করে কোনও নিয়মিতকরণ নীতি প্রণয়ন করা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

বাবুল আচার্যের অভিযোগ, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের নেতারা ক্ষমতায় এলে ছয় মাসের মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

ফোরামের দাবি, বর্তমানে রাজ্যে ৩৫ হাজারেরও বেশি অনিয়মিত ও ক্যাজুয়াল কর্মচারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৯,৫০০ জন স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত। ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত বাবুল আচার্য বলেন, বহু কর্মচারী এখনও মাসিক ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা বেতনে কাজ করছেন, যা বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়।

তিনি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার কাছে অনিয়মিত কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ, চাকরির নিরাপত্তা অথবা সমকাজে সমবেতনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। তাঁর দাবি, বহু কর্মচারী স্থায়ী চাকরির স্বীকৃতি না পেয়েই অবসর গ্রহণ করেছেন।

ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারের কাছে তাঁদের দাবি জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। সরকার যাতে আলোচনার মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে, সেই আহ্বান জানিয়েছেন ফোরামের প্রতিনিধিরা।

ঊনকোটিতে পুরাতন ও নির্মাণাধীন জেলা কারাগার পরিদর্শনে মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর, ৩১ জুলাই: ঊনকোটি জেলার জারুইলতলায় নির্মাণাধীন নতুন জেলা কারাগারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুক্রবার পরিদর্শনে যান সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এ সময় তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্মাণাধীন কারাগার পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কারণে বন্ধ থাকা নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নতুন জেলা কারাগারের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

এরপর মন্ত্রী কৈলাসহর শহরে অবস্থিত বর্তমান জেলা কারাগারও পরিদর্শন করেন। কারাগারের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে নতুন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

মন্ত্রী আরও জানান, জারুইলতলার নতুন জেলা কারাগারে বন্দিদের স্থানান্তরের পর বর্তমান কারাগারের জমি জনস্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে কৈলাসহরের বাসিন্দাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। স্থানীয় মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতেই ওই জমির ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দুবাইয়ে কর্মরত অবস্থায়

● আটের পাতার পর

আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় দুবাই থেকে মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যয়ভার বহন করা পরিবারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্থানীয় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন-এর কাছে সরকারি সহায়তার আবেদন জানিয়েছে পরিবার। তাঁদের একটাই অনুরোধ, সরকারি উদ্যোগে যেন বিল্লাল হোসেনের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পরিবারের সদস্যরা শেষবারের মতো তাঁর মুখ দেখতে পারেন।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা উচিত। এখন সরকারি সহায়তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে শোকস্তব্ধ পরিবারটি।

বর্তমান সরকার

● আটের পাতার পর

হয়েছে। ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভে ১২০০ জন শিল্পপতি এসেছিলেন। তাঁরা ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গত এক বছরে সারা রাজ্যে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পুষ্পবন্ত প্রাসাদকে প্যালেস হোটেলে রূপান্তরিত করার জন্য মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। এতে ২০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। দেশ-বিদেশ থেকে শিল্পপতি ও পর্যটকরা রাজ্যে আসছেন, তাতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য সাইকেল, স্কুটি, মোবাইল ফোন এবং নিখরচায় পড়ার সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এমবিবিএস কোর্সে পড়ার আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য ২১টি একলব্য স্কুল স্থাপন করা হচ্ছে। আরও একলব্য স্কুল স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে এই সরকার। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস অর্জনে উন্নয়ন কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। আগামী দিনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের মাধ্যমে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা হবে। এই কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান।

আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা তইকর্ম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন এবং ছাত্রী নিবাসের দ্বারোদঘাটন করেন। সিভিল ডিফেন্স এবং আপদামিত্রদের মধ্যে উদ্ধার সামগ্রী বিতরণ করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৮টি ব্লকের চেয়ারম্যানদের হাতে বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ির চাবি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক মাইলাফু মগ, এমডিসি কেনারাম রিয়াং, পূর্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহ: সাজ্জাদ পি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌর্যকৃষ্ণ সি, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রধান জেনারেল ম্যানেজার অরুনাভ বড়ুয়া প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহ: সাজ্জাদ পি।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 01-08-2026, 01:37

াঙ্গন

অর্জুন পুরস্কার দিতে মীরাবাই চানুর নাম সুপারিশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি: ৩১ জুলাই: কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও গণপতরাও যাদব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়াকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন যেন এই বছর মর্যাদাপূর্ণ অর্জুন পুরস্কারের জন্য ভারতের প্রখ্যাত ভারোত্তোলক ও অলিম্পিক পদকজয়ী মীরাবাই চানু নাম বিবেচনা করা হয়। চিঠিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব মীরাবাই চানুর ব্যতিক্রমী কৃতিত্ব এবং ভারতীয় ভারোত্তোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, মণিপুরের এই ক্রীড়াবিদ কমনওয়েলথ গেমসে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং জাতির জন্য অপরিসীম গৌরব বয়ে এনেছেন।শ্রীপ্রতাপরাও যাদব কমনওয়েলথ গেমসে চানুর স্বর্ণপদক জয়ের অসাধারণ রেকর্ড এবং প্রতিটি আসরেই ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী ক্রীড়াবিদ হিসেবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী ৪৮ কেজি বিভাগে তাঁর ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্সের কথাও তুলে ধরেন, যার মধ্যে স্ন্যাচ, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক এবং টোটাল লিফট বিভাগে তাঁর রেকর্ড-ভাঙ্গা লিফটগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীযাদব আরও উল্লেখ করেন যে, অলিম্পিক পদক জয়ের পাশাপাশি মীরাবাই চানু ইতোমধ্যেই মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী সহ দেশের বেশ কয়েকটি সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তবে, মণিপুরের নিজ গ্রামে প্রশিক্ষণের প্রথম দিনগুলো থেকে লালিত অর্জুন পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্নটি অপূর্ণই রয়ে গেছে।কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রীকে তাঁর মনোনয়নটি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে শ্রীযাদব বলেন যে, মীরাবাই চানুকে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করা তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং ভারতীয় ক্রীড়াজগতে অমূল্য অবদানের এক উপযুক্ত স্বীকৃতি হবে।শ্রীপ্রতাপরাও যাদব আরও জোর দিয়ে বলেন যে, মণিপুরের একটি ছোট গ্রাম থেকে ভারতের অন্যতম সেরা ভারোত্তোলক হয়ে ওঠার চানুর এই অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা তার সংকল্প, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং এটি লক্ষ লক্ষ তরুণ ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে।

সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবলে ফ্রেন্ডস, মৌচাকের রোমাঞ্চকর ড্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আজ শুক্রবার এক জমজমাট ম্যাচের সাক্ষী থাকল উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম। বিকেলের ২৩তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও মৌচাক ক্লাব। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে ঠাসা পুরো ৯০ মিনিটের রোমাঞ্চকর লড়াই শেষে ম্যাচটি ২-২ গোলে অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়, ফলে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়ে দুই দল। ম্যাচের ২৫ মিনিটে প্রবীর জমাতিয়ার গোলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন প্রথমে এগিয়ে গেলেও ৩৩ মিনিটে মনীশ দেববর্মা এবং ৩৭ মিনিটে শুক্লা দয়াল জমাতিয়া গোল করে মৌচাক ক্লাবকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। তবে প্রথমার্ধের বিরতির ঠিক আগে ৪৪ মিনিটে প্রবীর জমাতিয়া নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করে ম্যাচে সমতা ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেও রেফারি আদিত্য দেববর্মা, খোকন সাহা, বিশ্বজিৎ দাস ও বিশ্বজিৎ পালদের কড়া নজরদারিতে আর কোনো গোল হয়নি। ম্যাচজুড়ে বেশ কিছু কঠিন ফাউলের জন্য ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের রাহুল রিয়াং ও জয় কুমার জমাতিয়া এবং মৌচাক ক্লাবের জয়ন্ত দেববর্মাকে হলুদ কার্ড দেখতে হয়। চলতি লিগে এই ড্রয়ের মাধ্যমে দুই দলের পয়েন্ট তালিকায় অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন হলো। ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জন্য এটি ছিল ষষ্ঠ ম্যাচ, যেখানে প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘ (২-৪), তৃতীয় ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাব (১-৪) এবং পঞ্চম ম্যাচে নবোদয় সংঘের (০-২) কাছে হারতে হয়েছিল তাদের। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে হারানোর পাশাপাশি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল তারা। অন্যদিকে, মৌচাক ক্লাবের এটি ছিল টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচ। লিগের শুরু থেকেই জয়ের জন্য লড়াই করে যাওয়া মৌচাক ক্লাব তাদের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ২-২ এবং দ্বিতীয় খেলায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে। যদিও মাঝের দুটি ম্যাচে নবোদয় সংঘ (১-৩) ও ত্রিবেণী সংঘের (০-৪) কাছে তারা পরাস্ত হয়েছিল, তবে আজকের লড়াইয়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর ভালো ইঙ্গিত দিল মৌচাক ক্লাব।

সোনার তরী বি-ডিভিশনে আজ মুখোমুখি ত্রিবেণী সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল শনিবার বিকেলে এক আকর্ষণীয় খেলায় মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ত্রিবেণী সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে তিনটায় টুর্নামেন্টের ২৪তম এই ম্যাচে নামবে দুই দল। চলতি লিগে উভয় দলের জন্যই এটি ষষ্ঠ ম্যাচ হতে চলেছে। টুর্নামেন্টে এ পর্যন্ত দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ত্রিবেণী সংঘ, যারা তাদের প্রথম পাঁচ ম্যাচের প্রতিটিতেই জয় তুলে নিয়ে বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, স্পোর্টস স্কুল দল কিছুটা হোঁচট খেয়ে লিগ শুরু করলেও গত ম্যাচে জয় পাওয়ার পর এবার ভালো ফলাফলের আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে।ম্যাচে নামার আগে দুই দলের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে এক জমজমাট লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ত্রিবেণী সংঘ নিজেদের প্রথম পাঁচ খেলায় যথাক্রমে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-২, সরোজ সংঘকে ২-১, বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০, বিবেকানন্দ ক্লাবকে ৬-০ এবং সর্বশেষ ম্যাচে মৌচাক ক্লাবকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে অপরাজিত তকমা ধরে রেখেছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল তাদের প্রথম খেলায় মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র দিয়ে যাত্রা শুরু করার পর নবোদয় সংঘ (১-২) ও সরোজ সংঘের (০-১) কাছে পরাজিত হয়। এরপর চতুর্থ খেলায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করলেও, পঞ্চম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে অবশেষে টুর্নামেন্টের প্রথম জয়ের দেখা পায় তারা। আগামীকাল টেবিল টপার ত্রিবেণী সংঘের বিরুদ্ধে জয়ধারায় ফেরার এই উদ্দীপনা নিয়েই মাঠে নামবে স্পোর্টস স্কুল।

সোনার তরী বি-ডিভিশনে আজ নৈশালোকে মুখোমুখি সরোজ সংঘ ও পুলিশ রিক্রিয়েশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল শনিবার এক আকর্ষণীয় নৈশালোকের ম্যাচের সাক্ষী হতে চলেছে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম। টুর্নামেন্টের ২৫তম এই ম্যাচে সন্ধ্যা ছয়টায় মুখোমুখি হবে সরোজ সংঘ ও পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। চলতি লিগে উভয় দলের জন্যই এটি ষষ্ঠ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। উমাকান্ত স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের নিচে দুটি দলই পূর্ণ পয়েন্ট অর্জনের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। লিগের পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে এবং জয়ের ধারা বজায় রাখতে দু''দলই তাদের সেরা ফুটবল তুলে ধরতে মরিয়া।ম্যাচে নামার আগে দুই দলের পূর্ববর্তী পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করলে এক দারুণ লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সরোজ সংঘ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা করেছিল। যদিও দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে হেরে যায়, তবে তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলে হারিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায় তারা। এরপরের দুটি খেলায় যথাক্রমে বীরেন্দ্র ক্লাবের সঙ্গে ০-০ এবং বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নেয় সরোজ সংঘ। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব টানা চার খেলায় ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নেওয়ার পর অবশেষে জয়ের মুখ দেখেছে। প্রথম চার ম্যাচে যথাক্রমে বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩, মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ০-০, ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে ১-১ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করার পর, নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে টুর্নামেন্টের প্রথম জয়ের দেখা পায় তারা। সেই জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই আগামীকাল সরোজ সংঘের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে নামবে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

মুর্শিদাবাদে দূরপাল্লার সাঁতার রাজ্য দলের সিলেকশন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। বিশ্বের দীর্ঘতম ৮০তম জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে আগামীকাল, শনিবার সকাল ৯টায় আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি দিঘিতে নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের সাঁতারুরা পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে ১৯ কিলোমিটারে অংশগ্রহণ করবে। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে রাজ্যের ৮ জেলা ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দূরপাল্লার সাঁতারুরা সিলেকশন ট্রাইলে অংশগ্রহণ করবে। সকাল ৯ টায় শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা আহ্বায়ক বাদল বণিকের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। তাছাড়া সাঁতারুদের আসা যাওয়া ও দুপুরের খাবারের আয়োজন করবে উদ্যোক্তারা।রাজ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এই খবর জানিয়েছে।

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট আজ কো: ফাইনালে মুখোমুখি ৮ দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগ পর্যায়ের খেলা গত বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালের চূড়ান্ত লাইনআপ। নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে স্থান করে নিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব, তরুণ সংঘ, এগিয়ে চল সংঘ এবং মৌচাক ক্লাব। অন্যদিকে, গ্রুপ রানার্স-আপ হিসেবে সেরা আটে নিজেদের টিকিট নিশ্চিত করেছে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, কসমোপলিটন ক্লাব, নিউ প্লে সেন্টার ও মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টার।আগামীকাল, শনিবার থেকেই মাঠে গড়াচ্ছে হাইভোল্টেজ কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই। দিনের প্রথম ম্যাচে সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি (পিটিএজি) গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। একই সময়ে টিআইটি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তরুণ সংঘ লড়াই করবে নিউ প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। এরপর বেলা একটায় টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে এগিয়ে চল সংঘ ও কসমোপলিটন ক্লাব। অন্যদিকে, দুপুর একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে মৌচাক ক্লাব লড়বে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী, ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ৫ আগস্ট ফাইনাল খেলার মাধ্যমে আসরের পর্দা নামবে।

শহরে খেলতে আসছে ব্রাজিল! পাঁচ বারের বিশ্বকাপজয়ীর সঙ্গে খেলবে ভারতীয় দল, জানানো হল যুবভারতীর ম্যাচের তারিখ

স্বপ্ন নয়, সত্যি! কলকাতায় খেলতে আসছে ব্রাজিল। পাঁচ বারের বিশ্বকাপজয়ীদের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ভারতের ফুটবল দল। সেই খেলা হবে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। বৃহস্পতিবার ব্রাজিল এবং ভারতীয় ফুটবল সংস্থার তরফে এই খবর আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়েছে।

এ দিন একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ অক্টোবর, যুবভারতী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ হবে। ক'টা থেকে শুরু তা অবশ্য জানানো হয়নি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই ম্যাচের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কলকাতাকেই, যেখানে একসঙ্গে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ খেলা দেখতে পারবেন।

ভারত তো বটেই, এশিয়ার কোনও দেশেই এত বড় মাপের ম্যাচ হয়েছে বলে অনেকেরই মনে পড়ছে না। ১৫ বছর আগে আর্জেন্টিনার হয়ে লিয়োনেল মেসি এই যুবভারতীতেই খেলে গিয়েছিলেন। তবে প্রতিপক্ষ ভারত নয়, ছিল ভেনেজুয়েলা। এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভারতও অতীতে ম্যাচ খেলেনি। ১৯৯২ সালে ফিফার র্যাঙ্কিং চালু হওয়ার পর এত উঁচু র্যাঙ্কে থাকা দেশের বিরুদ্ধে খেলেনি ভারত। ফলে ফুটবলারদের কাছে স্মরণীয় মুহূর্ত হতে চলেছে এই ম্যাচ। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, তারা প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। তার পর আসবে ভারতে। এ দেশে প্রথম বার খেলতে চলেছে ব্রাজিল। তাদের ফুটবল সংস্থা লিখেছে, "ভারতে দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। কারণ ব্রাজিলের বাইরে যে দেশে সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলের সমর্থক রয়েছেন, তা হল ভারত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁরা ব্রাজিলকে সমর্থন করছেন। ব্রাজিলের ফুটবলকে আবেগ এবং ভালবাসার মাধ্যমে অনুসরণ করেছেন। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সমর্থকের সঙ্গে এই মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার অপেক্ষায় আছি আমরা।"

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে চলেছে ব্রাজিল। ফলে কোচ কার্লো আনচেলোত্তি তো বটেই, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এনদ্রিক, মাতিয়াস কুনহা, মারকুইনহোস, ব্রুনো গিমারায়েস-সহ প্রথম সারির ফুটবলারদের খেলা দেখার সুযোগ থাকছে শহরবাসীর। তবে প্রদর্শনী ম্যাচ বলেই প্রথম সারির ফুটবলারদের সকলকে নামানো হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ অনেক সময়েই এই ধরনের ম্যাচের জন্য ফুটবলার ছাড়তে চায় না ক্লাবগুলি।

২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রদর্শনী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টাউন্সভিলে খেলবে ব্রাজিল। চার দিন পর একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলা রয়েছে ব্রিসবেনে। এর পর ৩ অক্টোবর ভারতের সঙ্গে খেলবে তারা। এই প্রথম বার ভারতের মুখোমুখি হতে চলেছে ব্রাজিল।

ভারতীয় ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ব্রাজিলের খেলা গোটা বিশ্বের বহু ফুটবলারকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতে প্রচুর সমর্থক রয়েছেন সে দেশের। ফলে উত্তেজক ম্যাচের আশা করছে তারা।

ফেডারেশন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, "ব্রাজিলের মতো দেশ আমাদের এখানে খেলতে আসবে, এই মুহূর্তটাই অসাধারণ। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস একটি মাইলফলক হতে চলেছে এই ম্যাচ।"

জাতীয় দলের ডিরেক্টর তথা প্রাক্তন বাঙালি ফুটবলার সুব্রত পাল বলেছেন, "জাতীয় দলের ফুটবলারদের কাছে এটা একটা ম্যাচের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। ফুটবলের ইতিহাসে সফলতম দেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামার সুযোগ বিরলতম। এ ধরনের অভিজ্ঞতা খেলোয়াড়দের আরও উন্নতি করতে, বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সারাজীবনের মতো স্মৃতি তৈরি করে রাখতে সাহায্য করে।"

ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১২ ভেন্যু প্রকাশ্যে আনল আইসিসি, রয়েছে ভারতের 'অভিশপ্ত' স্টেডিয়ামও

পরের বছর রয়েছে ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়া যৌথভাবে আয়োজন করবে এই বিশ্বকাপ। ২৪ বছর পর আফ্রিকায় হবে ক্রিকেটের মহা টুর্নামেন্ট। কোন কোন মাঠে ম্যাচ হবে, এবার সেটাও জানিয়ে দিল আইসিসি। মোট ১২টা মাঠ বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপের জন্য। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আছে ৮টি মাঠ। জিম্বাবোয়ের তিনটি ও নামিবিয়ার একটি মাঠে খেলা হবে।

প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২০২৭ সালের ৪ অক্টোবর। ফাইনাল ২১ নভেম্বর। মোট ৫৪টি ম্যাচের মধ্যে ৪১টিই হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। জিম্বাবোয়ে আয়োজন করবে ৮ থেকে ১০টি ম্যাচ। নামিবিয়ার ঝুলিতে থাকবে তিনটি ম্যাচ। আফ্রিকায় তিন দেশের বিশ্বকাপের থিম, 'তিন জাতি, এক হৃদস্পন্দন।' ক্রিকেট দুনিয়ার কাছে আফ্রিকার বার্তা থাকবে, 'উবুন্তু।' যে দর্শনের অর্থ হল, 'আমরা আছি বলেই আমি আছি।' অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা। মানবজাতি হিসেবে সহানুভূতি, দয়া এবং পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের দ্বারাই মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়। দুনিয়াকে আরও বড় করে দেখার বার্তাও আছে এর মধ্যে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, সেঞ্চুরিয়ন, কেপ টাউন, ডারবান, কেবেরহা, ব্লোমফন্টেন, পার্লের বোল্যান্ড পার্ক, কুগোম্পো সিটির বাফেলো পার্কে ম্যাচগুলো হবে। এর মধ্যে জোহানেসবার্গে ভারত ২০০৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরেছিল। জিম্বাবোয়ের হারারে স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে ও ফালে মোসি-ও-তুনিয়া এবং নামিবিয়ার উইন্ডহোকের মাঠে ম্যাচগুলো হবে। তবে কোথায় কোন ফাইনাল-সেমিফাইনাল হবে, সেটা জানানো হয়নি।

আইসিসি সভাপতি জয় শাহ বলেছেন, "স্টেডিয়ামের নাম ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্পোর্টস ইভেন্টের সূচনা হল। আমরা আশাবাদী, ২০২৭-এ তিন দেশে একটা দারুণ বিশ্বকাপ হবে।"

উল্লেখ্য, আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফরম্যাট ২০২৩ সালের আসরের থেকে বেশ আলাদা হতে চলেছে। এবার আইসিসি ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে ব্যবহৃত ফরম্যাট ফিরিয়ে আনছে। ১৪টি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে ৭টি করে দল। গ্রুপ পর্ব শেষে দুই গ্রুপের শীর্ষ তিনটি দল জায়গা করে নেবে 'সুপার সিক্স' পর্বে। এরপর সুপার সিক্সের পয়েন্ট তালিকায় সেরা চারটি দল সেমিফাইনালে উঠবে। ২১ নভেম্বর হবে ফাইনাল। যেখানে নির্ধারিত হবে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

৩৮৮ কেজি তুলেও সোনা হাতছাড়া লভপ্রীতের

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলিতে ঢুকল আরও দু'টি পদক। ভারোত্তোলনে ভারতকে রুপো এনে দিলেন লভপ্রীত সিং। ৩৮৮ কেজি তুলেও যে সোনা এল না, সেটাই দুঃখজনক। ১ কেজির জন্য রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অন্যদিকে ডিসকাস ছোড়ায় ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন সীমা কালীরামনা। মাতৃত্ব, পিএইচডি ও ডিসকাস একসঙ্গে সামলেই সাফল্য সীমার। আর আজ সোনার লক্ষ্যে জ্যাভলিনে নামবেন 'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়া। অষ্টম দিনেই সোনা ঢুকতে পারত ভারতের ঘরে। ১১০ কেজি বিভাগে প্রথম থেকে এগিয়ে ছিলেন পাঞ্জাবের ভারোত্তোলক। স্ন্যাচে ১৬৮, ১৭৩-র পর ১৭৬ তুলে অনেকটাই এগিয়ে যান লভপ্রীত। সেখানে নিউজিল্যান্ডের ডেভিড অ্যান্ড্রু লিটি তুলেছিলেন ১৬৬ কেজি। ক্লিন ও জার্কে লভপ্রীত প্রথমে তোলেন ২০৫ কেজি। সেখানে ডেভিড তোলেন ২০৭ কেজি। এরপর লভপ্রীত তোলেন ২১২ কেজি। অর্থাৎ মোট ৩৮৮ কেজি তোলেন তিনি। সোনা প্রায় হাতের মুঠোয় মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এবার সবাইকে চমকে দিয়ে একধাক্কায় ১৬ কেজি বাড়িয়ে ২২৩ কেজি তোলার চেষ্টা করেন ডেভিড। এবং সফলও হন। সব মিলিয়ে মোট তোলেন ৩৮৯ কেজি। এক কেজির জন্য সোনা হাতছাড়া লভপ্রীতের।

অন্যদিকে কমনওয়েলথে ডিসকাস থ্রোয়ে ভারতের পদকের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন সীমা কালীরামনা। তাঁর বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীতে। জ্যাভলিন থ্রো ও বাস্কেটবলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এখন সীমার কোচ তাঁর স্বামী ও ভারতের প্রাক্তন ডিসকাস থ্রোয়ার রবীন্দ্র কালীরামনা। নিজের অনুশীলনের পাশাপাশি ভিওয়ানির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরশিক্ষা নিয়ে পিএইচডি করছেন সীমা। সন্তানের জন্মের পর কিছুদিন অ্যাথলেটিকস থেকে দূরে ছিলেন। ১১ মাসের বিরতির পর অনুশীলনে ফেরেন। মাতৃত্ব ও পিএইচডি সামলে কমনওয়েলথের জন্য প্রস্তুতি নেন। তিনটি থ্রো ফাউল হয়ে যায়। কিন্তু শেষমেশ ৫৮.৬৫ মিটার ছুড়ে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে নেন সীমা। তবে অ্যাথলেটিকসে হতাশ করলেন পারুল চৌধুরী, অনিমেষ কুজুর, বিশাল টিকে।

আজ সোনার লক্ষ্যে নামছেন নীরজ চোপড়া। ভারতীয় সময় রাত ১২:৪৫-এ তাঁর ইভেন্ট। কোয়ালিফায়ারে পাঁচ নম্বরে শেষ করেন তিনি। ভারতের জন্য সুখবর, যশবীর সিং এবং রোহিত যাদব দু'জনেই ফাইনালে উঠেছেন। জোর টক্কর দেবেন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম ও শ্রীলঙ্কান থ্রোয়ার রুমেশ পাথিরাজ।কমনওয়েলথ গেমস থেকে এবার বাদ পড়েছে টেবল টেনিস। তবে গ্লাসগোয় গেমস চলাকালীন দিল্লিতে বসেছিল কমনওয়েলথ টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। সেখানে পুরুষ ও মহিলা- দুই টিম ইভেন্টেই চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। বৃহস্পতিবার ফাইনালে দুই বিভাগেই ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল মালয়েশিয়া। পুরুষ বিভাগে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছেন ভারতীয় প্যাডলাররা। সেখানে মহিলা বিভাগে অবশ্য প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেয়নি ভারত, জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে।

এদিন ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে প্রথমে ফাইনাল খেলতে নামে নামে মহিলা দল। প্রথম ম্যাচে স্বস্তিকা ঘোষ ১১-৭, ১১-২, ৯-১১, ১১-৯ গেমে হারান এই শিন টি-কে। দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীজা আকুলা ৯-১১, ১১-৬, ১১-৪, ৫-১১, ১১-৩ গেমে হারান ক্যারেন আনাককে। এরপর যশস্বিনী ঘোরপড়ে অ্যালিস লির বিরুদ্ধে ৭-১১, ১১-৩, ১৭-১৫, ১১-৫ গেমে জিততেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় ভারত।

বিশ্বকাপজয়ী ইতালিয়ান কিংবদন্তি বারেসি আর নেই

ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার ফ্রাঙ্কো বারেসি আর নেই। ৬৬ বছর বয়সে বারেসির মৃত্যুর খবর আজ জানিয়েছে তাঁর সাবেক ক্লাব এসি মিলান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিলানের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ফ্রাঙ্কো বারেসির প্রয়াণে অশ্রুসিক্ত মিলান। তাঁর আদর্শ ও সততা ক্লাবের ডিএনএতে চিরকাল খোদাই করা থাকবে, ঠিক যেমন অমর হয়ে আছে তাঁর ঐতিহ্যবাহী ৬ নম্বর জার্সিটি।'ইতালির হয়ে ১৯৮২ বিশ্বকাপ জেতেন বারেসি। আশির ও নব্বই দশকে মিলানের হয়ে তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ (চ্যাম্পিয়নস লিগ) ও ছয়টি ইতালিয়ান লিগ শিরোপাও জেতেন। বারেসি অনেকের চোখেই সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার।

বারেসির মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ প্রকাশ করেনি মিলান। ফুসফুসের টিউমার অপসারণের জন্য ২০২৫ সালের আগস্টে তাঁর একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই তিনি বলেছিলেন, 'সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পেতে আমার একটু সময় লাগবে।'

বারেসি ১৯৮২ বিশ্বকাপে মাঠে নামার সুযোগ না পেলেও ইতালি দলের সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পান ঘরের মাঠে আয়োজিত ১৯৯০ আসরে। সুইপার কিংবা সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার হিসেবে মাঠ মাতানো কিংবদন্তি সেবার বিশ্বকাপে অলস্টার দলে নাম লেখান। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে ইতালিকে ফাইনালে তুললেও টাইব্রেকারে গোল করতে পারেননি।১৯৮০ ও ১৯৮৮ ইউরোয় ইতালি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন বারেসি। তাঁর বড় ভাই জিউসেপ্পে বারেসিও ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলেন ইতালি দলে। ১৯৮০ ইউরোয় দুই ভাই ইতালি দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও ফ্রাঙ্কো বারেসি মাঠে নামার সুযোগ পাননি। বড় টুর্নামেন্টে ওই একবারই দুই ভাই ইতালি জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৬০ সালের মে মাসে লোম্বার্দিতে জন্ম নেওয়া ফ্রাঙ্কিনো 'ফ্রাঙ্কো' বারেসি ১৯৭৪ সালে মিলানের বয়সভিত্তিক দলে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই পা রাখেন ক্লাবের মূল দলে। এই মিলানেই ধীরে ধীরে কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন বারেসি।১৮ বছর বয়সেই মিলানের নিয়মিত মুখ হয়ে ওঠা বারেসি ২২ বছর বয়সে হন ক্লাবটির অধিনায়ক। নিজের চমৎকার টেকনিক, প্রতিপক্ষের খেলা আগেভাগে বোঝার ক্ষমতা ও নিখুঁত ট্যাকলিংয়ের পাশাপাশি নেতৃত্বের অসাধারণ গুণের জন্য দ্রুতই সবার নজর কাড়েন। মিলানে শুরুতে তাঁকে ডাকা হতো 'পিসকিনিন' (লিটল ওয়ান)। পরে সুইপার পজিশনে কিংবদন্তি হয়ে ওঠায় জার্মানির ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের সঙ্গে মিল রেখে তাঁকে ডাকা হতো 'কাইজার ফ্রাঞ্জ।'মিলানে পরবর্তীতে পাওলো মালদিনি, মাউরো তাসোত্তি এবং আলেসান্দ্রো কোস্তাকুর্তাকে নিয়ে যেকোনো স্ট্রাইকারের জন্য আতঙ্কের এক রক্ষণভাগ গড়ে তুলেছিলেন বারেসি।মিলানের হয়ে ৭১৯টি ম্যাচ খেলে ১৯৯৭ সালে অবসর নেন কিংবদন্তি। ক্লাবের ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে শুধু পাওলো মালদিনির।

ইতালির জার্সিতে ১২ বছরের ক্যারিয়ারে ৮১ ম্যাচে ১ গোল করেন বারেসি। তবে ১৯৮২ সালে বেঞ্চে বসে বিশ্বকাপ জয়ের পর জাতীয় দলের কোচের সঙ্গে মতভেদের কারণে ১৯৮৬ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপে দলে জায়গা পাননি। ১৯৯০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন।

বর্তমান সরকার মানুষের সমস্যা সমাধানের সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে পারলে তবেই রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার মানুষের সমস্যা সমাধানের সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পানীয়জল, যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কাজ করছে রাজ্য সরকার। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শান্তিরবাজার মহকুমার পিএমশ্রী তইকর্ম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। এই ৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১৭৯কোটি ৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য ভার্চুয়ালি ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ৩৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আজ ভার্চুয়ালি যে ১২টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন সেগুলি নির্মাণে ব্যয় হবে ১৪২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আজ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের জন্য ১৪টি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১১টি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প, পূর্ত দপ্তরের ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প, জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার, সাব্রুম এবং বিলোনীয়া মহকুমার গ্রামীণ এলাকার মানুষ এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু করা হয়েছে। ট্রমা সেন্টার খোলা হয়েছে। শান্তিরবাজার রাবার পার্কের উন্নয়নে ৬৫ কোটি টাকা লগ্নি করা হয়েছে। সাব্রুমের স্পেশাল ইকোনোমিক জোনে লগ্নি করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে শিল্পপতিরা আসছেন। লধুয়া চা বাগানে লার্জ সোলার পাওয়ার প্যানেল বসানো হবে। বিলোনীয়ায় মুহুরী নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ তেরী করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উন্নয়নে মোট ৪০৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শিল্পে বিনিয়োগ করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণের চেইন চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ক্যাজুয়াল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি এক রোগীর স্বর্ণের চেইন চুরির অভিযোগে হাসপাতালের এক মহিলা ক্যাজুয়াল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রায় ৬.৩৩ গ্রাম ওজনের চুরি যাওয়া স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধলাই জেলার মনু এস.কে. পাড়ার বাসিন্দা ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা গত ২৮ জুলাই তাঁর অন্তঃসত্ত্বা দিদিকে প্রসব যন্ত্রণার কারণে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসকরা রোগীকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন খুলে একটি ব্যাগে রাখা হয়।

অভিযোগ, সেই সুযোগে হাসপাতালের এক মহিলা ক্যাজুয়াল কর্মী ব্যাগ থেকে স্বর্ণের চেইনটি চুরি করে নেন। শুক্রবার সকালে রোগীর পরিবারের পক্ষ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদালতের নির্দেশে ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকায় পাশের মাংসের দোকান উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে রাজধানীর ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকায় রাস্তার পাশের অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মাংসের দোকান উচ্ছেদে অভিযান চালাল আগরতলা পুরনিগম। শুক্রবার বিকেলে পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

জানা গেছে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী রাস্তার ধারে পরিচালিত মাংসের দোকানগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযান শুরু করা হয়। অভিযানের সময় ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকার একাধিক মাংসের দোকান উচ্ছেদ করে দেয় পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স।

পুরনিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থ, যান চলাচলের সুবিধা এবং আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের উচ্ছেদ অভিযান ধারাবাহিকভাবে চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে।

অভিযানকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও পুরো প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। পুরনিগমের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের আইন মেনে নির্ধারিত স্থানে ব্যবসা পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দুবাইয়ে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু সোনামুড়ার যুবকের, মরদেহ দেশে আনতে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা চাইল অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩১ জুলাই: দুবাইয়ে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে সোনামুড়ার পূর্ব আড়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা বিল্লাল হোসেন (৩৭)-এর। তাঁর অকাল মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আর্থিক অনটনের কারণে দুবাই থেকে মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে না পেরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়কের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিল্লাল হোসেনের পিতার নাম ছেরমত আলী। বর্তমানে তাঁদের পরিবার সোনামুড়ার ঠাকুরমুড়া এলাকায় বসবাস করছে। কর্মসূত্রে তিনি দুবাইয়ে ছিলেন। প্রায় দুই দিন আগে তাঁর মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছায়। তবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। বিল্লাল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর আয়ের উপরই নির্ভর করত পরিবারের ছয় সদস্যের জীবনযাত্রা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, ১৪ বছর বয়সী এক কন্যা, দুই জমজ শিশু সন্তান এবং বৃদ্ধ মা-বাবা। এছাড়া পরিবারের এক শিশু বর্তমানে অসুস্থ বলেও জানা গেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুল ছুটির সময় বিশ্রামগঞ্জ-মেলাঘর সড়কে তীব্র যানজট, ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের দাবি

আগরতলা, ৩১ জুলাই: সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জের লালটিলা ডন বসকো স্কুলের সামনে প্রতিদিন স্কুল ছুটির সময় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বিশ্রামগঞ্জ—মেলাঘর সড়কে যান চলাচল কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নিত্যদিন ভোগান্তির মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ ইলেকট্রিক অফিস সংলগ্ন লালটিলা ডন বসকো স্কুলে ছুটির সময় বিপুল সংখ্যক অভিভাবক ও যানবাহনের সমাগম হয়। এ সময় ট্রাফিক পুলিশ বা অন্য কোনও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর ফলে স্কুলপড়ুয়া, অভিভাবক, পথচারী এবং যাত্রীবাহী যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

অভিভাবকদের দাবি, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে স্কুল ছুটির নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হোক। তাঁদের মতে, নিয়মিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে যানজট যেমন কমবে, তেমনি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও অনেকটাই হ্রাস পাবে। এলাকাবাসীরও একই দাবি। তাঁদের আশা, প্রশাসন বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং স্কুল ছুটির সময় কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু করবে। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন। প্রতিদিনের এই যানজট এখন বিশ্রামগঞ্জবাসীর নিত্যদিনের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই দ্রুত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন ও সুষ্ঠু যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবিই এখন এলাকাবাসীর প্রধান দাবি।

মতিনগর-বটতলা সীমান্ত সড়কে ২২.৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, তদন্ত শুরু সোনামুড়া থানার

আগরতলা, ৩১ জুলাই: সোনামুড়া থানার পুলিশের রাতভর মোবাইল ডিউটির সময় মতিনগর-বটতলা সীমান্ত সড়কের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২২ কেজি ৫০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিয়মিত টহলদারির সময় সন্দেহজনক অবস্থায় পড়ে থাকা গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের কোনও দাবিদার না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার প্রকৃত মালিক কে এবং কী উদ্দেশ্যে সেগুলি সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল, তা জানতে সোনামুড়া থানায় একটি তদন্ত শুরু হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া ২২ কেজি ৫০০ গ্রাম শুকনো গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বাইক দুর্ঘটনার মীমাংসার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৩১ জুলাই: ধনপুর বিধানসভার বানিয়াছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি বাইক দুর্ঘটনার মীমাংসাকে কেন্দ্র করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বানিয়াছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর বুথের বিজেপি নেতা সুনীল সরকার ওরফে তুফানের বিরুদ্ধে দুর্ঘটনার নিষ্পত্তির নামে বড় অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করে তার অধিকাংশ আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় এক মাস আগে বানিয়াছড়া এলাকায় চুন্দল কুকিয়াছড়ার বাসিন্দা আবুল মিয়ার ছেলে মন্নান মিয়ার চালিত একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা ভজন দাসের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ভজন দাস গুরুতর আহত হন এবং তাঁকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানো হয়।

পরিবারের দাবি, পরে ঘটনাটি মীমাংসার জন্য একটি সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই সময় আইনি জটিলতা ও মামলার আশঙ্কার কথা বলে মন্নান মিয়ার পরিবারের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

অভিযোগকারীদের দাবি, ওই অর্থের মধ্যে আহত ভজন দাসকে মাত্র ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকি ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

ঘটনার পর মন্নান মিয়ার পরিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

আমাদের জনগণনা আমাদের উন্নয়ন

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

ত্রিপুরা

গৃহ তালিকাভুক্তি ও গৃহশুমারি
১ থেকে ৩০ আগস্ট

আপনাকে কী জিজ্ঞাসা করা হবে ?

বাড়ির তথ্য:
- বাড়ির নম্বর
- মেঝে, দেয়াল ও ছাদের নির্মাণসামগ্রী
- বাড়ির ব্যবহারের ধরন (বসতবাড়ি/অ-বসতবাড়ি)
- বাড়ির অবস্থা

অন্যান্য:
- প্রধান খাদ্যশস্য
- মোবাইল নম্বর (শুধুমাত্র জনগণনা সংক্রান্ত যোগাযোগের জন্য)

পরিবার সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য:
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা
- পরিবারের প্রধানের নাম, লিঙ্গ ও জাতি/শ্রেণি (এসসি/এসটি বা অন্যান্য)
- বাড়ির মালিকানার ধরন
- কক্ষের সংখ্যা
- বাড়িতে বসবাসকারী বিবাহিত দম্পতির সংখ্যা

সুযোগ-সুবিধা:
- পানীয় জলের উৎস
- পানীয় জলের উৎসের প্রাপ্যতা
- আলোর প্রধান উৎস ও শৌচাগারের সুবিধা
- শৌচাগারের ধরন
- বর্জ্য জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা
- স্নানের সুবিধা
- রান্নাঘর ও এলপিজি/পিএনজি সংযোগ
- রান্নার কাজে ব্যবহৃত প্রধান জ্বালানি

সম্পদ:
- রেডিও/ট্রানজিস্টর ও টেলিভিশন
- ইন্টারনেট সুবিধা ও কম্পিউটার/ল্যাপটপ
- মোবাইল ফোন/টেলিফোন
- দু-চাকার/চার-চাকার যানবাহন

CBC 19108/13/0154/2627

» এই পর্যায়টি জনসংখ্যা গণনার ভিত্তি স্থাপন করে।

» আপনার সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় ও সুরক্ষিত থাকবে।

টোল-ফ্রি ১৮৫৫

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং জনগণনায় অংশগ্রহণ করি।

CensusIndia2027

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas